www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র – ৯ ভাদ্র , ১৪২৩ ঃ ২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 43, 20 August - 26 August, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এবার ১৩টি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তাইল্যান্ড।

সন্ত্রাসের বলি হল ৪ জন। জখম ৩৫। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে।

রবিবার : পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বালুচে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ জনসমক্ষে এনে

মোক্ষম চাল দিল দিল্লি। একেবারে ইটের বদলে পাটকেল। ইসলামাবাদ অবশ্য ভাঙবে তবু মচকাবে না। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকে এবার ইস্যু করতে চাইছে তারা।

সোমবার : রিও অলিম্পিকে পদক জিততে না পারলেও তাঁর

ইভেন্টে চতুর্থ হয়ে দেশের মানুষের হৃদয় জিতে নিয়েছেন দীপা কর্মকার। লক্ষ্য স্থির করেছেন পরের অলিম্পিক। শুভেচ্ছা রইল।

মঙ্গলবার : স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বিচারপতি নিয়োগ বিতর্ক

ফের সামনে নিয়ে এল। দেশের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সরকারের গড়িমসিতে বেজায় ক্ষুব্ধ।

বুধবার : রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু আতঙ্ক এখনও কাটল না। বরং

জেলায় জেলায় প্রকোপ বাড়ছে। নাজেহাল মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন হাসপাতালগুলিতে।

বৃহস্পতিবার : সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার কার্ড

বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

শুক্রবার : এই প্রথম অলিম্পিকে সাফল্য এল দুই কন্যা সাক্ষী আর

সিন্ধুর হাত ধরে। কিছুটা হলেও মান বাঁচালো সেই নারী শক্তি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

হকার-খাটাল উচ্ছেদ নয়

নয়া সাফাই অভিযানে সূর্য

পার্থসারথি গুহ

খাটাল উচ্ছেদ নিয়ে একবার আমাদের কল্লোলিনী তিলোত্তমা সারা দেশের নজরে চলে এসেছিল। অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়ান মানুষদের স্মরণে আশা করি সেই স্মৃতি বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। হয়েছিল কি শহরকে আধুনিক করে তুলতে এই খাটাল উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল শহর জুড়ে। হকার উচ্ছেদের 'অপারেশন সানসাইন'-এর মতোই খাটাল উচ্ছেদ সেইসময়ে নগরজীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। অবশ্য শহরকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার অভিপ্রায়তেই এই খাটাল উচ্ছেদ সংগঠিত হয়েছিল। এত বছর আগের এই স্মৃতি উসকে আবার এক ধরণের উচ্ছেদ অভিযানে নামার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রর মুখে। তফাৎ এটাই সেবার সরকারে থেকে উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল। আর এবার বিরোধী অবস্থায় সাফাই অভিযানের ডাক দিলেন সিপিএমের এই পলিটব্যুরো সদস্য। তাও আবার বর্তমান এবং প্রাক্তন দুই সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং প্রকাশ কারাটের সামনে।

ঘটনা হল যেসময় সূর্যবাবু পার্টির নিষ্ক্রিয় এবং তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠীর সাফাই চাইছেন তখন আলিমুদ্দিন নামক 'গোয়াল ঘর' এ বন্দি থাকতে চাইছেন না কোনও পার্টি কমরেড। আসলে যতদিন ক্ষমতা হাতে ছিল তখন চিন-রাশিয়ার ধার করা ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে প্রচুর নিয়মকানুন চাপিয়ে দেওয়া হত নিচুতলার ওপর। বেদবাক্যের মতো তা মানতে বাধ্য ছিলেন কমরেডরা। এর বিরুদ্ধে গেলেই হয়ে যেতে হত প্রতিক্রিয়াশীল। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী হোক আর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী সকলকেই এই কড়া

ফতোয়ার মুখে পড়তে হয়েছে। এছাড়া শরিক দলের নেতা মন্ত্রীদের পর্যন্ত তখন ছাড় দিতেন না সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। মুখে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বললেও আসলে জ্যোতি বসু এবং হরকিষেণ সিং সুরজিৎরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন পুরো দলের চাবিকাঠি। তাদের অন্যথা হলেই দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দুষ্ট হতে হত। যতীন চক্রবর্তী বা কমল গুহর মতো বর্ষীয়ান নেতা-মন্ত্রীদেরও নানাভাবে অপদস্ত করেছে জ্যোতি-সুরজিৎ জুটি।

এরপর যখন দলে জ্যোতিরাজ খতম হয়ে কারাট জমানা শুরু হল তখন আবার খোদ জ্যোতি বসুকেও প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল সিপিএম পলিটব্যুরো। এতেই শেষ নয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা শিকেয় তুলে জ্যোতি বসু তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়ার জন্য পলিটব্যুরোর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে দুষে বলেছিলেন এটা 'ঐতিহাসিক ভুল'। কি আশ্চর্য দলের যে কোনও স্তরের নেতা এমনকী শরিক দলের নেতাদের পর্যন্ত যারা রেয়াৎ করেনি সেই সিপিএম পলিটব্যুরো জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে একেবারে ঠুঁটো হয়ে বসেছিল। জ্যোতি বসুর নয়নের মণি সুভাষ চক্রবর্তীও দলবিরোধী অনেক মন্তব্য করে রেহাই পেয়ে গিয়েছেন তাঁর গুরুর আশীর্বাদে।

এতো গেল ক্ষমতাসীন মহাশক্তিশালী সিপিএমের কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝড়ে উড়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে সিপিএম এ রাজ্যে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার লোভে পাগল হয়ে চিরশত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে জোট পর্যন্ত করেছেন বোদ্ধা কমরেডকূল। প্রকাশ কারাট এবং কেরল লবির তীব্র বাধার মধ্যেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সূর্যকান্ত মিশ্ররা অবিচল থেকেছেন কংগ্রেস প্রেমে। এতে কাজের কাজ কিছুতো হয়ইনি, উল্টে সিপিএমের কাঁধে চেপে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল।

আর বিরোধী দলের নেতার পদ হারিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র তা সঁপে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নানের হাতে। ভাবুন তো এই অবস্থায় কারই বা মাথার ঠিক থাকতে পারে। যাও বা লাল লাইট লাগানো গাড়ি, ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমমর্যাদা জুটছিল তাও খোয়া গেল। তার ওপর রাজ্য রাজনীতির ল্যাবেরটরিতে জোট নামক গিনিপিগ পর্যুদস্ত হওয়ার পর শীর্ষ নেতাদের চোখ রাঙানিও তো কম সামলাতে হচ্ছে না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দলীয় বিধায়ক থেকে কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত নেতারা পর্যন্ত দল ছেড়ে তৃণমূলে নাম লেখাতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় কাঁহাতক স্বাভাবিক থাকা যায়। তাই শেষ পর্যন্ত আবারও একটা উচ্ছেদ অভিযানের ডাক দিয়েছেন কমরেড সূর্যকান্ত। এই উচ্ছেদে খাটালে শেষমেষ কটা গরু থাকে দেখার এখন সেটাই।

মধ্যযুগীয় শারীরিক নির্যাতনের শিকার চিটফান্ডের এজেন্ট

অরিন্দম রায়চৌধুরী

সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানাধীন যশুর গ্রামের জনৈক বাসিন্দা তথা এক চিটফান্ড কোম্পানির এজেন্ট মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হলেন বলে অভিযোগ। এমনকি এই মর্মে হাবড়া থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন নির্যাতিত এই এজেন্ট নারায়ণ সাহা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটে গত ৬ জুলাই। নারায়ণবাবুর অভিযোগ, ওইদিন তাকে শিশির ঘোষ নামের এক ব্যক্তি তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে আরও কয়েকজনের উপস্থিতিতে নারায়ণবাবুর উপর চলে শারীরিক নির্যাতন সহ অশ্লীল গালি-গালাজ। এমনকি তাকে গোয়ালঘরে গরুর সাথে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করার হুমকিও দেওয়া হয় বলে নারায়ণবাবুর অভিযোগ। প্রায় ঘন্টা তিনেক মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে খবর পৌঁছায় 'অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটর্স অ্যান্ড এজেন্ট ফোরামে'র প্রতিনিধিদের কাছে। এই ফোরামের প্রতিনিধি উত্তম মজুমদার নারায়ণবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদেরকেও নানারকম হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর এই সংগঠনের অন্যান্য প্রতিনিধি এবং এলাকার সাধারণ মানুষ এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা নারায়ণবাবুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

হাবড়া

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও হাবড়া থানার আধিকারিকের কাছে এর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় বলে জানান, ফোরামের অন্যতম কর্মকর্তা নিতাই রায়। এরপর গত ১০ জুলাই সুদসহ আমানতকারীদের টাকা ফেরত ও এজেন্টদের উপর এই ধরনের অমানবিক অত্যাচার এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটর্স অ্যান্ড এজেন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্রায় শ'পাঁচেক আমানতকারী ও এজেন্টদের নিয়ে পথসভা ও মিছিল করা হয়। হাবড়া স্টেশন চত্বরে আয়োজিত এই মিছিল ও পথসভার পাশাপাশি এদিন হাবড়া থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেন প্রতিবাদীরা। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে হাবড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দেন বিক্ষোভকারীরা বলে ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ওপার থেকে ফিরে এল ৩টি নিথর দেহ

বিশ্বজিৎ পাল, কাকদ্বীপ : গত বৃহস্পতিবার বিকালে সাতক্ষিরা ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে বাংলাদেশ সরকার ভারতের ৩ জন মৎস্যজীবীর দেহ তুলে দেন ভারত সরকারকে। ভারতীয় বর্ডার থেকে সেই ৩টি মৎস্যজীবীর দেহ তুলে দেওয়া হয় এফবি মহাগৌড়ি ট্রলারের মালিকের হাতে।

গত ১৩ আগস্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এফবি মহাগৌড়ি, এফবি প্রসেনজিৎ-১ ট্রলার দুটি জলের তোড়ে ডুবে যায়। বাংলাদেশের মঙ্গলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৫ কিমি দূরে হিন্ময় পয়েন্টে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড ট্রলার দুটি উদ্ধার করে গত ১৬ আগস্ট। এদিন ট্রলার দুটি উদ্ধার করার সময় এফবি মহাগৌড়ি ট্রলারের কেবিন থেকে ৩ জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার করে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড।

উল্লেখ্য গত ৩ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা এবং ডায়মন্ড হারবার সুলতানপুর থেকে ৯ থেকে ১২টি ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গত ৮ আগস্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২টি ট্রলার ডুবে যায় এবং ৩টি ট্রলারের যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। আশপাশের মৎস্যজীবীরা সমস্ত ট্রলারের মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করে। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হয়ে যায় এফবি মহাগৌড়ি ও প্রসেনজিৎ-১ ট্রলার দুটি। এই দুটি ট্রলারে ৩০ জন মৎস্যজীবী ছিল। গত ১৪ আগস্ট রতন দাস (৪১), হরিপদ দাস (৫০), দীপঙ্কর দাস (৪০), তপন দাস (৩৪) সহ আরও ১ জনের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় মৎস্যজীবীদের পরিবারের হাতে। এই নিয়ে মোট ৮টি মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার হল। এছাড়া জীবিত উদ্ধার হয়েছে ৩ জন মৎস্যজীবী। এদের মধ্যে মৎস্যজীবী হরিকমল

সাহা বাংলাদেশের কলাপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকি দুজন নির্মল দাস ডায়মন্ড হারবার সদর ও অনুপ মন্ডল কাকদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের জম্বুদ্বীপ এলাকা থেকে কক্সবাজারের এফ বি ফারহাদ ট্রলারের ১৬ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবীকে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদ্ধার করে আশপাশের মৎস্যজীবীরা। গত ১৭ আগস্ট একই এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় আল্লার দান চট্টগ্রাম ট্রলারের ১৫ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবীকে।

বাংলাদেশের এই ট্রলারটি ২টি যন্ত্র বিকল হয়ে জম্বুদ্বীপ এলাকায় জলে ভাসছিল। আশপাশের মৎস্যজীবীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে দুটি ট্রলারের মোট ৩১ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় তুলে দেয়।

কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন এখনও পর্যন্ত ৮টি মৃত দেহ উদ্ধার হল। আগে ৫টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে এখনও ১৯ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় তুলে দেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৎস্যজীবীদের উদ্ধার কাজে সব রকমভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কোস্ট গার্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দল এবং বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড যৌথ অভিযান চালিয়ে তল্লাশি করছে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু বাড়ছে ক্যানিংয়ে

কুনাল মালিক : জল জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে গরমের সময় থেকে বর্ষা পর্যন্ত বিষধর সাপের উপদ্রব বাড়ে। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, মথুরাপুরে এই সময় কালাচ ও কেউটের উপদ্রব বেশি হয়। এ বছর এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সর্পদংশনে ২৭ জন মারা গিয়েছেন। প্রতি মাসে গড়ে ৪০-৪৫ জনকে সাপে কামড়ায়।

এই পরিসংখ্যান দিলেন সাপ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করা সংস্থা ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দুবছর আগে গোসাবার সরকারি হাসপাতালে একজন সাপে কাটা রোগী ভুল চিকিৎসায় মারা যান। তারপর ওই হাসপাতালে আর কোনও রোগী যেতে চায় না। তারা অনেকেই বাসন্তী কিংবা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বাধীনতা থমকে আলিপুরের পথ-প্রাসাদে

ওঁকার মিত্র

মাত্র তিন মাস আগে ১৯৩০-এর ২৯ আগস্ট লোম্যান সাহেবকে মেরে ব্রিটিশ শাসকের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন বিনয় বসু। এবার ৮ ডিসেম্বর রাইটার্স অভিযান। লালবাড়ির

অলিন্দ কেঁপে উঠল পরপর গুলির শব্দে। লুটিয়ে পড়লেন গভর্নর সিম্পসন সাহেব। ব্রিটিশ গর্জন করে উঠল। অভিযানের তিন সেনানী বিনয় বসু ও বাদল বসু নিজেদের গুলিতে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ভারত মাতার কোলে। দীনেশ গুপ্তও একইভাবে প্রাণ দিতে গুলি চালালেন কিন্তু আহত হয়ে ধরা পড়লেন। আট মাস বিচার প্রহসনের পর তাঁর প্রাণদণ্ড হল ১৯৩১ এর ৭ জুলাই।

এর জবাব দিতে অলক্ষ্যে তৈরি হলেন জয়নগরের এক অখ্যাত কিশোর। শপথ নিলেন এই প্রাণদন্ডের প্রতিশোধ নিতেই হবে। ঠিক ২০ দিন পর ১৯৩১ এর ২৭ জুলাই আলিপুর আদালতের মধ্যে প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন যে ট্রাইব্যুনাল তার সভাপতি আর আর গার্লিককে সরাসরি গুলি করে হত্যা করেন কানাইলাল ভট্টাচার্য। সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্টের গুলিও ঝাঁঝরা করে দেয় কানাইলালকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ শাসক হত্যার যে রোমহর্ষ পর্ব

চলেছিল তার এক অন্যতম নায়ক কানাইলাল। ১৯৮১ সালের ২৭ আগস্ট কানাইলালের আত্মত্যাগের ৫০ বছর মহা ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয় আলিপুর জজ কোর্টে। শুধু তাই নয় আলিপুরের বেকার রোডের নাম বদলে হয় বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য সরণী। রাস্তার নাম বদলের তকমাও বহু আগেই লাগিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

আমাদের স্বাধীনতা ৬৯ পেরিয়ে ৭০-এ পড়ল। কিন্তু পরাধীনতা আজও আটকে রয়েছে ঐতিহাসিক আলিপুরের পথ-প্রাসাদে। পুরসভার বোর্ডে কানাইলাল শোভা

পেলেও পথের ধারে সরকারি প্রাসাদের সুউচ্চ গেটের পাশে আজও স্বমহিমায় রয়ে গিয়েছেন বেকার সাহেব। এসব সরকারি ভবনের গেট কিন্তু বহু প্রাচীন নয়। সদ্য নির্মিত এইসব বাউন্ডারি ও গেটে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের টাকায় তৈরি হচ্ছে বেকার সাহেবের নামে ফলক 'বেকার রোড'। লজ্জা সারা ভারতবাসীর, বাঙালির। কিন্তু দায়ী কে? উত্তর নেই। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুরকর্তা অবশ্য বললেন এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। পুরসভা নাম বদলের ফলক ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাস্তা পুরসভার হলেও সরকারি ভবনে পুরনো নাম লিখলে পুরসভার কোনও দায় নেই। পূর্ত দফতরের কর্তাকে বার বার ধরার চেষ্টা করেও পাওয়া যায় নি। তাই বোঝা গেল না এই লজ্জা কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে। হায় কানাইলাল, আমাদের ক্ষমা করো।

ছবি : অরুণ লোধ

জিএসটি কি এবং কেন?

ভারতে এই প্রথম একম অদ্বিতীয়ম পণ্য পরিষেবা কর চালু হতে চলেছে। কোনও না কোনও ভাবে আমাদের প্রত্যেককেই এই কর দিতে হবে। তার আগে জেনে নেওয়া যাক এই কর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি।

প্রশ্ন ১. পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি.এস.টি কি? এই কর ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করবে?

উত্তর: জি.এস.টি হচ্ছে সমগ্র দেশের জন্য অভিন্ন পরোক্ষ কর। এটি ভারতকে এক অভিন্ন ও একত্রিত বাজারে পরিণত করবে। জি.এস.টি উৎপাদনকারী থেকে গ্রাহক পর্যন্ত, পণ্য ও পরিষেবার যোগানের জন্য একক কর। কোনও পণ্যের ওপর আরোপিত কর প্রতি পর্যায়ে একবার প্রদত্ত হলে, তা পরবর্তি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যটির মূল্য সংযোজনের পর্যায়ে পাওয়া যাবে। যার জন্য জি.এস.টি–কে প্রধানতঃ কেবলমাত্র পণ্যটির প্রত্যেক মূল্য সংযোজনের পর্যায়ের কর বলা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে গ্রাহককে কেবলমাত্র যোগান শৃঙ্খলের শেষ পর্যায়ের ডিলারের ধার্য করা জি.এস.টি বা কর দিতে হবে। এর সুবিধা হবে মূল্য সংযোজনের প্রত্যেক পর্যায়ের ধার্য করের জের পরবর্তি পর্যায়ে টানা হবে না।

প্রশ্ন ২. জি.এস.টি–র সুবিধাগুলি কি কি?

উত্তর: শিল্প ও বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সহজে মান্যতা

সহজে মান্যতা : একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সার্বিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা ভারতে জি.এস.টি. প্রণালীর ভিত্তি হবে। কাজেই, এই কর প্রদানের জন্য সমস্ত কাজ, যেমন নথিভুক্তি, রিটার্ন বা করের হিসাব, করপ্রদানের মতো কাজগুলি করার জন্য করদাতারা অনলাইনের সুবিধা পাবেন, যার ফলে, এই ব্যবস্থার মান্যতা সহজ ও স্বচ্ছ হবে।

করহার ও কর কাঠামোর সার্বজনীনতা : জি.এস.টি–তে যাতে পরোক্ষ করের হার ও কর কাঠামো সারা দেশেই অভিন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে। ফলে করের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বাড়বে এবং ব্যবসার সুবিধাও বৃদ্ধি পাবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, জি.এস.টি ব্যবস্থার ফলে দেশের মধ্যে ব্যবসা করাটা স্থান ও করহার নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। ব্যবসা দেশের যেখানেই হোক না করের হার একই থাকবে।

একই পণ্যের ওপর বারংবার কর আরোপের সম্ভাবনা অপসারণ : একটি পণ্যের মূল্যশৃঙ্খলের পুরো ব্যবস্থার মধ্যে একটি সরল কর আরোপ প্রণালী কাজ করার ফলে, যে কোনও রাজ্যের সীমানার মধ্যে কর আরোপের পুনরাবৃত্তি সবচেয়ে কম হবে। এর ফলে ব্যবসা করার জন্য লুকনো ব্যয় কমবে।

উন্নত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা : ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যয় কমলে, শিল্প–বানিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উন্নত পরিষেবা সৃষ্টি হবে।

উপাদনকারী ও রপ্তানীকারদের লাভ : প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের করগুলি, পণ্য–পরিষেবা কর বা জি.এস.টি–তে মিশে যাওয়ার ফলে, আগে ধার্য্য করের ওপর নতুন করে পরবর্তী পর্যায়ে কর আরোপের প্রথা বন্ধ হওয়ার ফলে, স্থানীয়ভাবে উপাদিত পণ্য ও পরিষেবার মূল্য হ্রাস পাবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্য ও পরিষেবার প্রতিযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতীয় পরিষেবা পণ্য সম্ভারের রপ্তানীর সুযোগও বাড়বে। এছাড়া, সারা দেশে করের হার ও পদ্ধতিতে সার্বজনীনতার ফলে করপ্রদানের মান্যতা বাবদ ব্যয়ও কমবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকাগুলির জন্য

প্রশাসনিকভাবে সহজ ও সরল ব্যবস্থা: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে বহু ধরনের পরোক্ষ করগুলির জায়গা নেবে জি.এস.টি। একটি প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সার্বিক ও জোরালো তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার ফলে জি.এস.টি–র প্রশাসনিক কাজগুলি, এযাবৎকাল প্রচলিত কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের সমস্ত পরোক্ষ করের আদায়ের জন্য প্রশাসনিক কাজের থেকে সরল ও সহজতর হবে।

কর ফাঁকি আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে: জি.এস.টি–র শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর ফলে কর ব্যবস্থার মান্যতা আরও ভালো হবে। পণ্যের মূল্য সংযুক্তি শৃঙ্খলের একটি পর্যায় থেকে পরের পর্যায়ে অবাধে প্রদেয় কর হস্তান্তরের ফলে, জি.এস.টি–র পদ্ধতিগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় এটি থাকার জন্য ব্যবসায়ীরা করপ্রদানে উসাহিত বোধ করবেন।

উচ্চতর রাজস্ব দক্ষতা : জি.এস.টি–র রূপায়ণের ফলে কর রাজস্ব আদায়ের খরচ কমবে এবং এর ফলে উচ্চহারে রাজস্ব সাশ্রয় হবে।

গ্রাহকদের জন্য

পণ্য ও পরিষেবার গুনমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একক ও স্বচ্ছ কর : বর্তমানে আমাদের দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি পণ্যের ওপর বহু ধরনের কর আরোপ করার ফলে এবং মূল্য সংযুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে অসম্পূর্ণ কর হস্তান্তর বা আদৌ কর হস্তান্তর না হওয়ার সমস্যার ফলে অধিকাংশ পণ্য ও পরিষেবা ও তাদের ওপর লুকনো কর ধার্য হয়। কিন্তু জি.এস.টি–র আওতার উৎপাদক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি কর থাকার ফলে শেষ পর্বের গ্রাহককে কতো কর দিতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে।

করের বোঝা লাঘব হবে : জি.এস.টি ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাশ্রয়ের ফলে অধিকাংশ পণ্যের ওপর করের বোঝা মোটের ওপর কমবে, এতে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন।

ক্রমশঃ

ঝোপ বুঝে কোপ মারুন এই বাজারে

প্রদীপ্ত দাস

বিদেশিরা যদি লাগাতার কিনে যান তো বাজার পড়বে কি করে? সে সাধারণ লগ্নিকারীর যতই সাধ হোক না কেন সস্তায় শেয়ার কিনবার তা এখন পূরণ সহজে হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর বাপু এতই যখন আপনাদের ইচ্ছে কেনাকাটি করার তখন যান না অ্যাডভান্স পুজোর বাজারটা সেরে ফেলুন ভিড় কম থাকতে থাকতে। কারণ জিএসটি সমৃদ্ধ ভারতে নিফটি আরও নতুন নতুন উচ্চতার সন্ধান ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। সেই কক্ষপথগুলি হল ৯২০০ (আগের উচ্চতা), ৯৬০০, ১০,৪০০ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালোই বুঝতে পারছেন কিভাবে রকেটের মতো আগুয়ান ভারতীয় শেয়ার বাজার। যেভাবে তা ধাপে ধাপে বেড়ে যাচ্ছে তাতে কারেকশন শব্দটাই কেমন যেন ফিকে শোনাচ্ছে। আর যারা এতটাই কেনার জন্য ছটফট করছেন তাদের একটা কথাই বলতে পারি স্বান্তনা না দিয়ে। সেটা হল যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন বাজারের তালে তালে চলুন। অবশ্যই এই ভরপুর বাজারে অতিমাত্রায় শেয়ার কেনার দরকার নেই। তা বলে আবার দূরে সরে থাকাটাট ঠিক নয়। একটা জিনিস দেখে নিন ভালো করে আপনি বা আপনারা ঠিকঠাক সেক্টরে রয়েছেন তো? মানে ধরুন যখন যেটা চলে তাতে থাকাটাই শ্রেয়।

এই যেমন এখন ব্যাঙ্কিং বা ফিনান্সিয়াল সেক্টরে বেশ তাগড়া লগ্নি চলছে। এতে খানিকটা গা ভাসিয়ে থাকলে ক্ষতি তো নেই। এই কিছুদিন আগেও যে পিএসইউ ব্যাঙ্ক বা সরকারি ব্যাঙ্ক অনুৎপাদক সম্পদ না এনপিএ–র জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছিল সেখানেই এখন কেনার বহর চলছে। এর মধ্যে কোনও খারাপ খবরকে বাজার মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না। দেশের সেরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটির কথাই ধরুন না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাজার যখন ক্রমশ নিচের দিকে ঢলে পড়ছে তখন সেই ব্যাঙ্কের দাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৪৮ টাকা। তা কজন সেই দামে ওই বিশেষ শেয়ারটি কিনেছেন বলুন তো? উত্তরে দেখা যাবে অধিকাংশ ট্রেডার এই সুযোগ নষ্ট করেছেন। আসলে তখন বাজার জুড়ে খালি এই শব্দ শোনা যাচ্ছিল যে নিফটি–সেনসেক্স আরও অনেকটা নিচে যাবে। বাস্তবে তা ঘটল না। যখন তা আস্তে আস্তে ঘুরে গেল তখন দেখা গেল সেই শেয়ার ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাচ্ছে।

আর তারপর ছমাস অতিক্রান্ত। দেখা গেল সেই শেয়ারের দাম প্রায় একশো টাকা ওপরে। ফেব্রুয়ারির সেই পতনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক শেয়ার রয়েছে যারা দ্বিগুণ, তিনগুণ কিংবা তার থেকেও অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ওইসময় যেই মোটামুটি এই ধরণের শেয়ার স্টকে লগ্নি করেছিলেন তাদের অর্থমূল্য অন্তত ডবল হয়ে উঠেছে। এই খেলাটাই সকলকে বুঝতে হবে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে ভালো শেয়ারে। তবেই দেখবেন বাজার বিশেষজ্ঞ জয়ে উঠছেন আপনি নিজেই। পাড়াপড়শী বা তথাকথিত শেয়ার বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের যারা অভিহিত করেন অনেক সময় দেখা গিয়েছে নিজস্ব ভবিষ্যৎবাণীর কাছে তাদের 'অমূল্য' টিপস কাজ দেয় না। টাকা যেহেতু আপনার তাই তাকে রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের। নিজস্ব পড়াশুনার ওপর ভিত্তি করে লগ্নি করাটাই অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০১৬

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

১৯ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৯২৪৩ ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ১৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৯,২৪৩ জন ক্লার্ক নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিটেন এক্সামিনেশন' (সিডব্লুই) নেওয়া হবে নভেম্বর–ডিসেম্বরে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ৩ ও ৪ ডিসেম্বর (প্রয়োজন হলে)। অনলাইন এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস) একটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আইবিপিএস। পরীক্ষার নাম 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রেসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব ক্লার্কস ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস (সিডব্লুই ক্লার্কস–সিক্স)'।

দেশের সবক'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ১৯টি ব্যাঙ্কের যে–কোনওটিতে যোগ দিতে চাইলে আগে এই পরীক্ষায় সফল হতে হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আইবিপিএস। ইস্যুর দিন থেকে ১ বছর এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে। মনে রাখবেন, ক্ল্যারিক্যাল ক্যাডারের এই লিখিত পরীক্ষাটি যে রাজ্য থেকে দেবেন, পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কে এই রাজ্যের নির্দিষ্ট শূন্যপদে চাকরির জন্যই বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারি ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা চাই। তাই এখানে পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ হবে যে ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে, তার জন্য নির্দিষ্ট ১,৩৫০টি শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস দেওয়া হল।

সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লার্ক পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু আইবিপিএস–এর পরীক্ষার বৈধ স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। সংশ্লিষ্ট ১৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তালিকা : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক অব কর্মাস, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, বিজয়া ব্যাঙ্ক।

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৩৫টি (সাধারণ ৬৪, তফসিলি জাতি ৩৪, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৯)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্ধ্রব্যাঙ্কে : মোট শূন্যপদ ২৬টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব বরোদা : মোট শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাপ্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৪৪টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১০)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কানাড়া ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১২০টি (সাধারণ ৬১, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ও ৫টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ১৬৬টি (সাধারণ ৮৩, তফসিলি জাতি ২৫, তফসিলি উপজাতি ১৩, ওবিসি ৪৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দেনা ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৭)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১০২, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ৯, ওবিসি ৪৩)। এর মধ্যে ২ টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউকো ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৯৫টি (সাধারণ ৯৮, তফসিলি জাতি ৩২, তফসিলি উপজাতি ৩২, ওবিসি ৩৩)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ২০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৭৩টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৩১৯টি (সাধারণ ১৬০, তফসিলি জাতি ৭৩, তফসিলি উপজাতি ১৬, ওবিসি ৭০)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিজয়া ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৫টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। কম্পিউটার বিষয়ক সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে অন্যতম বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা লিখতে, বলতে ও পড়তে জানা চাই।

বয়স : ১–৮–২০১৬ তারিকে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–৮–১৯৮৮ থেকে ১–৮–১৯৯৬–এর মধ্যে। বয়সসীমায় তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে ৯ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরাও নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

পরীক্ষার ধরনধারণ : অনলাইন পরীক্ষা হবে দু'পর্যায়ে – প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫), রিজনিং এবিলিটি (৩৫)। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা। এই পরীক্ষায় পাস করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। মেন পরীক্ষার প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : রিজনিং (৫০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০), ব্যাঙ্কিং শিল্প–সহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৪০), কম্পিউটার নলেজ (২০)। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা (বৃহত্তর অংশ–সহ), আসানসোল বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি। লিখিত পরীক্ষায় দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা লেখক (স্ক্রাইব) নিতে পারবেন। পরীক্ষার সময়সীমার ক্ষেত্রে তাঁরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট পাবেন। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। সীমিত সংখ্যক তফসিলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতে পারে। প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীদের দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলামে এ–সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। দরখাস্তের নিয়মকানুন : অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২২ আগস্ট থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ফি দেবেন কীভাবে : ফি ৬০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। তবে এর সঙ্গে কিছু ব্যাঙ্ক ট্রানজ্যাকশন চার্জ যোগ হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়োস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনের 'সাবমিট' করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেলের ২০–৫০ কেবি সাইজের) ও কালো কালির সই (১৪০×৬০ পিক্সেলের ১০–২০ কেবি সাইজের) আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। এটি সঙ্গে রাখমেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে। যোগ্য প্রার্থীরা পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে ১৮ নভেম্বরের পর।

দরখাস্তের ফি জমা দেওয়ার ই–রিসিপ্টের মূল কপি, পরীক্ষার কললেটার, নিজের একটি সচিত্র পরিচিতপত্র এবং পরিচিত্রপত্রটির একটি ফটো কপি সঙ্গে নিয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে যাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ / দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

স্বামী খুনে বেপাত্তা স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোর করে স্ত্রী নিজের বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়ে স্বামীকে খুন করেছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। ঘটনাস্থল লাঙ্গুলিয়া গ্রাম ২৯ জুলাই। মৃতের নাম তাপস বাগদী। বাড়ি কড়িধ্যা পঞ্চায়েতের শালবুনি গ্রাম। বেপাত্তা অভিযুক্ত স্ত্রী কুসুম বাগদী ও তার পরিবার। মাঠ থেকে ফিরে মুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাপস। তারপর তাকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মাধ্যমে ফোন করা হয় শালবুনি গ্রামে। তারপর থেকে বেপাত্তা কুসুম ও তার পরিবার। না যেতে চাওয়ায় জোর করে স্বামীকে নিয়ে যায় কুসুম। পান্ডবেশ্বরের রেললাইন থেকে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্বামী খুনে বেপাত্তা স্ত্রী। আটক করা হয়েছে এক শ্যালককে।

আতঙ্কে ১৩টি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থায়ী ব্রিজ নেই তাই বর্ষাকালে আতঙ্কে থাকে ১৩টি গ্রামের বাসিন্দারা। প্রশাসনকে বলে মেলেনি প্রতিকার, অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর সংসদের প্রান্তিক গ্রাম বিশালপুর। বিশালপুর কজওয়ের উপর নেই স্থায়ী ব্রিজ। ফলে বৃষ্টি হলে চিনপাই জলাধার থেকে সাইরেন বাজিয়ে জল ছাড়লে ভাসিয়ে প্লাবিত হয়। ফলে বন্ধ থাকে যোগাযোগ। পিরিজপুর, সাহাপুর, কোলোরা, এলেমা, তিলেডাঙাল, বিশালপুর, নিধিরামপুর, ঝোড়োমামুদপুর, কান্তর, রামচন্দ্রপুর সহ ১২–১৩টি গ্রামের মানুষ পারাপার করে। কান্তরে প্রতি রবিবার বসে গরুর হাট। নিধিরামপুরে রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, সাহাপুরে নিজস্ব পঞ্চায়েত। বৃষ্টি এবং চিনপাই জলাধার থেকে সাইরেন বাজিয়ে জল ছাড়লে জলের তলায় চলে যায় বিশালপুর কজওয়ে। ফলে ১২–১৩টি গ্রামের মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সাংসদের অর্থ তহবিল থেকে ভাসা ব্রিজ তৈরির কথা থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। শাল, হিংলো কজওয়ের উপর ব্রিজ তৈরির অনুদান মিলেছে। কিন্তু সেখানে ব্রাত্য বিশালপুর কজওয়ের কথা।

দ্বারকার ব্রিজ নেই। বর্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে চলে পারাপার। দ্বারকার উপর স্থায়ী ব্রিজ তৈরির কথা বিধানসভায় তুলেছিলেন সমাজসেবী তথা স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ। বিশালপুর সহ ১৩টি গ্রামের কয়েক হাজার গ্রামবাসীদের অভিমত, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'–য় তাদের দুঃখের কথা বিশদে প্রকাশিত হলে যদি সুরাহা মেলে। এই প্রশ্নের উত্তর দেবে শুধু সময়ই।

রেলে ঝাঁপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ায় যন্ত্রণা সারছিল না, ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেও কোন গুরুত্ব না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি রেল লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করাতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ঘটনাটি ঘটে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে। গত কয়েকদিন আগে হাওড়া উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা নিরঞ্জন রায় অর্শ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন হাওড়ার মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাটি সামনে আসাতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে।

রাতের অন্ধকারে হাসপাতালে ভর্তি এক রোগী কি করে সকলের চোখ এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল তা নিয়ে শুরু হয়েছে অশান্তি। ইতিমধ্যে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের সুপার সুদীপ কাঁড়ারকে শো কজ করা হয়েছে এবং একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলে জানা যায়। সুদীপবাবুর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে মোবাইলে বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মোবাইল বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি।

বহুতলে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাশীপুরের একটি বহুতলের নিচের তলায় আচমকা আগুন লাগায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রাস্তার ধারে রাখা কিছু কাঠে আগুন লাগলে তা ছড়িয়ে পড়ে কাছেই থাকা মিটার ঘরে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন একঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ডেঙ্গির বলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ডেঙ্গিতে মারা গেলেন উত্তর দমদমের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার জ্বর নিয়ে দমদমের যশোর রোডের কাছে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন উত্তর দমদম সুভাষ নগরের বাসিন্দা চৈতালি গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে কিছুদিন ভর্তি থাকবার পর ১৪ আগস্ট মারা যান চৈতালি দেবী।

মেট্রো দুভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোকা–ধর্মতলা মেট্রো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজের পরিসমাপ্তির এ পর্যন্ত দেওয়া সময়কাল নিয়ে সন্দেহ বেড়েই চলেছে। 'কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড' (কেএমআরসিএল) কর্তৃপক্ষ পূর্বে জানিয়েছে মেট্রো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে জোকা–তারাতলা মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু হবে ২০১৮–র মার্চের মধ্যে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ছাড়পত্র না মেলায় তারাতলায় আলিপুর টাঁকশালের কাজের অনুমতি মেলেনি। আবার জোকায় ডিপোর জমি অধিগ্রহণের কাজও ঢিমেতালে চলছে। এরই সঙ্গে সেনাবাহিনীর অনুমতি না মেলায় মোমিনপুর স্টেশন তৈরির কাজও থমকে রয়েছে।

পড়ুয়াদের হেলমেট সচেতনতা উদ্যোগ কল্যাণীতে

সব্যসাচী সান্যাল : গাছপালায় ঘেরা সবুজ শান্ত স্নিগ্ধ শহর কল্যাণী। নেই কলকাতা শহরের মত ব্যস্ততা, কোলাহল। শিক্ষাত্রীদের পঠনপাঠনের আদর্শ পরিবেশ। ভাল স্কুল–কলেজ ও কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সংখ্যায় আছে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে। অল্প দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা নিয়ে এইমস চালু হতে চলেছে কল্যাণীতে। এখন আবার নীল–সাদা সৌন্দর্য্যের ডিভাইডারগুলির মধ্যে ছোট ছোটফুলের বাগান। অথচ রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা আর খানা খন্দ দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিন কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। এইরকম রাস্তায় যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে স্টেশনের কাছের রাস্তা দিয়ে যে ভাবে দুলতে দুলতে বাসগুলো যাতায়াত করে তাতে পথচারী ও বাসের আরোহীরা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে। শহরটায় একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল আছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে দুটো সাজানো গোছানো অডিটোরিয়াম বিদ্যাসাগর মঞ্চ আর ঋত্বিকসদন। এখানকার অধিবাসীবৃন্দেরা সমাজ সচেতনতার ব্যাপারে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। সারা রাজ্যে হেলমেটবিহীন মটরসাইকেল আরোহীদের সচেতনা গড়ে তোলার অভিযান চালানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও গান্ধীগিরির সাথে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে আরোহীদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে মোটা অঙ্কের জরিমানাও হচ্ছে। কিন্তু মটরসাইকেল আরোহীদের দীর্ঘদিনের হেলমেট না পরার অভ্যাস সহজে দূর হচ্ছে না। কল্যাণী শহরের

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও পথচারী ও হেলমেটবিহীন মটরসাইকেল আরোহীদের সচেতনা আনার বিষয়ে পিছিয়ে নেই।

গত বুধবার ১৭ আগস্ট কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে 'সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ' দিবস পালন করা হয়। মটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট আর গাড়ি চালকদের গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট পরার সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে কল্যাণীর নামি স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কল্যাণী এক্সপেরিমেন্টাল, পান্নালাল প্রভৃতি স্কুলের তরফ থেকে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত এই প্রয়াস নেওয়া হয়। কল্যাণী এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ৩০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকমশাইদের স্কুল গেটের সামনে রাস্তার মোড়ে সমাজসেবার ভূমিকায় দেখা গেল।

যে সমস্ত মটরসাইকেল আরোহীরা হেলমেট মাথায় না দিয়ে যাতায়াত করছেন তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে হেলমেট পরতে অনুরোধ জানাচ্ছিল পড়ুয়ারা। গাড়ীর চালককে হাত দেখিয়ে থামিয়ে সিট বেল্ট পরতে অনুরোধ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চালকরা সিট বেল্ট পরে ছাত্রছাত্রীদের আবেদনকে সম্মান জানায়। কোনো কোনো মটরসাইকেল আরোহী আবার স্বভাবসুলভ উদ্ধত ভঙ্গিমায় সজোরে পাশ কাটায়। কেউ আবার বাইক থামিয়ে মাথা নেড়ে আগামী দিনে হেলমেট পরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। এদের মধ্যে কোনও কোনও পড়ুয়া আবার অভিযোগ জানিয়ে বলে আমাদের হাতে তো আইন নেই 'তাই অনেকে আমাদের হাত দেখানোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না। এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সমাজ সচেতনতার উদ্যোগ দেখে ভাল লাগল। কোলাহলের মধ্যে অনেক ছাত্রীরা সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে তাদের আজকের পথ দুর্ঘটনা এড়ানোর কর্মসূচি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করল। কল্যাণী এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল কর্তৃপক্ষ ও কল্যাণী পৌরসভার 'সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ' দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এই সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসকে স্থানীয় জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানায়।

বাইক দৌরাত্ম্য রুখতে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' র‍্যালির মাধ্যমে এলাকায় সচেতনতা যোগাতে ৫০০ ছাত্রসহ পুরসভার চেয়ারম্যান ডঃ পল্লব দাস পা মেলান এই র‍্যালিতে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাস্টার মশাই তথা জনপ্রতিনিধি কার্তিক বিশ্বাস।

তৎপরতা বজবজেও

কুনাল মালিক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ও বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ১৭ আগস্ট সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ র‍্যালি এবং ১৮ আগস্ট রাখি বন্ধন উপলক্ষে সংস্কৃতি দিবস উদযাপিত হয়। ব্লক অফিস থেকে ডোঙারিয়া মোড় হয়ে বিশালাক্ষীতলা পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় হেলমেট পরে যুবকরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাট আউট সহ নানা ব্যানার ও হোর্ডিং র‍্যালিতে শোভা পাচ্ছিল। ১৮ আগস্ট নস্করপুরে আর্যপাড়া হাই স্কুলের সংস্কৃতি দিবস উদযাপিত হয়। তার আগে স্কুল থেকে নস্করপুর হাট পর্যন্ত এলাকাতেও র‍্যালি হয়। স্থানীয় তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। দুটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার, আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, নস্করপুরের প্রধান তড়িৎ মন্ডল প্রমুখ।

কুলপি থানার ওসি পার্থসারথী ঘোষ ও কুলপি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদ্যুত কুমার মন্ডল। উদ্যোগে হেলমেট পরে বাইক চালানো এবং রাস্তা পারাপারের সময় যাতে মোবাইল কানে না দেয় এই সচেতনতার জন্য সাইকেলে করে রোড শো করলেন কুলপির বিভিন্ন এলাকায়।

২টি দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : গত শনিবার সকালে এসটিএ–১৯ বাস এবং ৪০৭ আলু ভর্তি ম্যাটাডোরের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ম্যাটাডোর চালক নিখিলেশ মাঝির। জখম হয় ১৮ জন যাত্রী। অপর একটি দুর্ঘটনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি এক সাইকেলে ধাক্কা মারলে মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহী আনসার মোল্লার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার বাঘাড়িয়া ও ঝালবেড়িয়া এলাকায়।

গণপিটুনিতে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১৩ আগস্ট রাতে চোর সন্দেহে বাসন্তীর কলাহাজরা গ্রামে গণপিটুনিতে জখম হয় মইউদ্দিন মোল্লা ও তাঁর ছেলে সইফুদ্দিন। দুজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আত্মঘাতী ৩ জন : স্বাধীনতার দিনেই নিভে গেল তিন তিনটি প্রাণ। একই পরিবারের তিনজন স্বামী, স্ত্রী সহ সন্তান আত্মঘাতী হন। তিনজনকেই বাড়ি থেকে উদ্ধার করে বারাসত থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে বারাসত ন পাড়ায়।

সামালি তৃণমূলের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট সামালি তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে। সামালির নবনির্মিত তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বিধায়ক দিলীপ মন্ডল। ওই দিন কৃতী ছাত্র–ছাত্রী ও গুনীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও নৃত্য, সঙ্গীত, যোগব্যায়াম অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত, রসপুঞ্জ অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি ইসমাইল পৈলান এবং তৃণমূলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ তারাপদ ঘোষ, নাসির উদ্দিন মোল্লা, বিপ্লব মন্ডল, সুনীল সরদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন সুকুমার ঘোষ ও সত্যেন মন্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন সুকুমার ঘোষ।

মানুষ ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান : আউসগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বেলাড়ি সূর্য সঙ্ঘের 'মানুষ ঝুলন' এবার ২৭ তম বছরে পদার্পণ করল। এই মানুষ ঝুলন দেখতে প্রতিবছর মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। ১৩ আগস্ট ফিতে কেটে এই ঝুলনের সূচনা করেন আউসগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দার। চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য শেখ সালেম রহমান। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবারে ঝুলনের থিম ছিল হেলমেট ছাড়া পেট্রল নয়, শিশু শ্রমিকদের ব্যবহার বন্ধ ইত্যাদি। এমনকি উঠে এসেছে গত বিধানসভা ভোটে অনুব্রত মন্ডলের গুড় বাতাসাও। এসব দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন সাধারণ মানুষ।

এক দর্শক সন্তোষ রায় বলেন প্রতিবছরই নতুন নতুন বিষয় দেখতে আসেন এই ঝুলনে। সংঘের সভাপতি চিন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন এখানে বরাবর ধুমধাম করে ঝুলন পালন করা হয়। ছয় দিন ধরে মেতে থাকে এলাকার মানুষ। রাখি পূর্ণিমার দিন সম্প্রীতির বন্ধন হিসাবে দশ হাজার জনকে রাখি পরানো হয়। সংঘের এক সদস্য শ্রীকান্ত হাজরা জানান প্রতিদিন দশ হাজার মানুষ আসেন ঝুলন দেখতে। বিধায়ক বলেন ঝুলনের বার্তা আগামী দিনে মানুষকে পথ দেখাবে।

ঝড়ের তান্ডব হাওড়াতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গোপসাগরে সাধারণ নিম্নচাপ থেকে আস্তে আস্তে গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ কলকাতার বহু এলাকার নাগরিক প্রাকৃতিক রোষের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েন। গত বুধবার, ১৭ আগস্ট প্রবল বর্ষণ এবং গাছ উপড়ে পড়ে নানা জায়গায়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ভয়ানক ক্ষতির সামনে চলে আসেন সাধারণ মানুষ থেকে মায় প্রশাসন পর্যন্ত। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে গাছ উপরে এক ব্যক্তি মারা যান এবং বেলেঘাটাতেও অনুরূপভাবে প্রবল ঝড়ের দাপটে গাছ উপড়ে কাঁকুরগাছির এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। ফলে স্টেশন চত্বরে যাত্রীরাও পড়েন প্রবল অসুবিধার মধ্যে। ঝড় বৃষ্টির দাপটে এবং বিদ্যুৎ না থাকায় বেসামাল হয়ে পড়েন রেল প্রশাসনও বলে জানা যায় স্থানীয় সূত্রে।

অন্যদিকে হাওড়া ময়দান এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়ে হাওড়া মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও অন্ধকারে ডুবে যায়। ফলে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার জন্যে। এই পরিস্থিতিতেও সিএসসিকে খবর দিলেও তারা দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার কোনও ব্যবস্থাই নেয় নি বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুরকর্মী থেকে শুরু করে মেয়র পারিষদরাও রাস্তায় নেমে আসেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। গোটা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০ থেকে ২৫টি দল কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানা যায়। তবে গতকাল ১৭ আগস্টের ঘটনায় সিএসসি–এর গাফিলতির কারণে হাওড়া ময়দান এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা সে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত তা জোর দিয়েই বলা যায়।

গুসকরায় বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রৌনক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ১৫০০ চারা গাছ রোপন করা হয় গুসকরা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর রানু গায়েন, রত্না গোস্বামী ও সংস্থার সদস্যরা। সোসাইটির সম্পাদক সুপ্রভাত গায়েন বলেন পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই বনসৃজনের আয়োজন। বৃক্ষরোপন দিয়ে শুরু হল সোসাইটির যাত্রা যা আগামী দিনে মানুষের পাশে থাকায় অঙ্গীকার করছে। সম্পাদক আরও জানান এরপর আরও অনেক কর্মসূচি হাতে রয়েছে সোসাইটির।

মহানগরে

আইন অমান্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের (মাদার ডেয়ারি, কলকাতা) নিজস্ব প্রোডাক্ট বিক্রয়ের 'পাকাপোক্ত' স্থায়ী 'সেল কাউন্টার' পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বড়িশার শখের বাজার মোড়ের সন্নিকটে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর আইনি বা বেআইনি যেভাবেই হোক কয়েক বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। অথচ, শখের বাজার মোড়েই ডায়মন্ড হারবার রোডের পাশে পুরসভার ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডে সুবৃহতায়তন দ্বিতল কলকাতা পুরসভার 'শখের বাজার সুপার মার্কেট' রয়েছে। তারও কয়েকটি 'কাউন্টার' অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এই 'সেল কাউন্টার' সেখানে না করে জাতীয় সড়কের ওপর নির্মাণ করে কীসের ইঙ্গিত দেওয়া হল?

তথ্য সংগ্রাহক : বরুণ মণ্ডল, ছবি : অরুণ লোধ

কলকাতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত পাঁচ বছরের মধ্যে এ বছরে রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যু সর্বাধিক। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের হিসেব তাই বলছে। চলতি মরসুমে গত জানুয়ারি থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত গত সাড়ে সাত মাসে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের হিসেব অনুযায়ী ডেঙ্গু রোগে মৃতের সংখ্যা ২০১২ থেকে ২০১৬–র মধ্যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে চলতি ২০১৬তে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে মৃতর সংখ্যা সর্বাধিক ১৭ জন। যদিও এ মরসুমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০৪ জন। সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত গত পাঁচ বছরের জন্যে সর্ব নিম্নে রয়েছে। ২০১২তে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৬,৪৫৬ জন। মৃত্যু : ১১ জন। ২০১৩তে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৫৯২০ জন। মৃত্যু : ৬ জন। ২০১৪ তে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৩৯৩৪ জন। মৃত্যু : ৪ জন। ২০১৫–তে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৮৫১৬ জন। মৃত্যু ১৪ জন। আর ২০১৬তে ডেঙ্গুতে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত আক্রান্ত ৩০০৪ । এ পর্যন্ত মৃত্যু : ১৭ জন। এদিকে কলকাতা মহানগরীতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি পুরসভার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে জানান, মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, শহর জুড়ে কাজ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত শহরে কোনও মৃত্যুর ঘটনা নেই। যদিও পুর ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়ের দাবি, মেয়র তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন। শহরে যেভাবে ডেঙ্গু রোগ ছড়াচ্ছে, তা ভীষণরকম উদ্বেগজনক।

রাজ্যে এবছরে আক্রান্ত সর্বাধিক

১৩ লক্ষ বিপিএল পরিবারে রান্নার গ্যাস

বরুণ মন্ডল : এ রাজ্যে 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' (পিএমইউওয়াই) প্রকল্প গত ১৪ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের সন্নিকটস্থ 'নজরুল মঞ্চ' থেকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সূচনা করলেন। এই যোজনায় 'দরিদ্র সীমার নীচে' (বিপিএল) বসবাসকারী পরিবারভুক্ত পাঁচ কোটি মহিলার মধ্যে এ রাজ্যের এককোটি ছ'লক্ষ বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের মহিলাকে কম খরচায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে, পিএমইউওয়াই প্রকল্পে কেবলমাত্র কলকাতা পুর এলাকায় (ওয়ার্ড নম্বর : ১–১৪৪) প্রায় ১৩ লক্ষ বিপিএল তালিকাভুক্ত মহিলার পরিবার রান্নার গ্যাসের সংযোগ (১৪.২ কিলোগ্রাম) পাবেন। যদিও অল ইন্ডিয়া এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের বক্তব্য, এদের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ পরিবার পূর্বে থেকে রান্নার গ্যাস ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত, বিপিএল পরিবারের ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে যেতে হবে। বিনামূল্যে মিলবে গ্যাসের পাইপ, রেগুলেটর, ব্লু বুক এবং গ্যাসের ইনস্টলেশন। আর একটি সিলিন্ডারের 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক দেবে। গ্রাহককে ৯৯০ টাকা দিয়ে গ্যাস ওভেন কিনতে হবে। তবে যে সমস্ত বিপিএল পরিবারে রান্নার গ্যাসের সংযোগ নেই, কেবল তাঁরাই এই যোজনার সুবিধা পাবেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২০ আগস্ট – ২৬ আগস্ট, ২০১৬

দেবীরূপে ভজতে হবে মশাকে

আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে মনসা মঙ্গল কাব্যের। অর্থাৎ সর্পকে দেবী হিসেবে পুজো করার রেওয়াজও অনেকটাই পুরনো। মোদ্দা কথা বিষধর সর্পের হাত থেকে বাঁচতেই একসময় হয়তো আর্ত মানুষ সাপকে দেব বা দেবীর মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। একইভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে ফিরতে তার পুজোআচ্ছারও রীতি বহু পুরাতন। যুগ যুগ ধরে তা চলে আসছে। এত কিছুর মধ্যে আরেক নয়া দেবীকে যদি আগামী দিনে পূজিত হতে দেখা যায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আগামী দিনে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হতে থাকা মশককূলকে হয়তো দেবদেবীর আসন দিয়ে বসবেন বঙ্গবাসী। এমনিতেই হুজুগে বলে বাঙালির সুনাম রয়েছে। তার ওপর ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, এনসেফেলাইটিস, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মশাবাহিত রোগ যেভাবে প্রাণঘাতী আকার ধারণ করেছে তাতে মশার অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাঙালি হয়তো পুরুত ঠাকুরের শরণাপন্ন হতেই পারে। পুরসভা এবং প্রশাসনের যাবতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করেও যে মশক বাহিনীকে ঘায়েল করা যাচ্ছে না তাদের ঠেকাতে হয়তো শাস্ত্রীয় রীতিনীতিও খুটিয়ে দেখা শুরু হতে পারে। মশার কামান, যাবতীয় মশা বিনাশকারী কেমিক্যাল বা ওষুধ যেখানে ফেল মেরে যাচ্ছে সেখানে হয়তো শেষমেষ তোষামোদ অস্ত্রেই কাবু করতে হবে ইজিপ্টাই কিংবা অ্যানাফিলিস মশার দলবলকে। সেখানে হয়তো পুরোহিতমশাই মন্ত্রই পড়বেন 'ডেঙ্গু বিনাশায় নমঃ নমঃ। আর কুমারটুলি অথবা পোটোপাড়ায় গড়ে উঠবে সেই মশক দেবীর বিশেষ মূর্তি। এখন হয়তো হাস্যের ছলে একথা বলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এটাই হয়তো বেদবাক্য হয়ে উঠতে পারে। যেভাবে ডেঙ্গু মহামারীর রূপ নিয়েছে তা খুব সাংঘাতিক জায়গায় চলে যাচ্ছে। পুরসভার তরফ থেকে অনেক ঢক্কানিনাদ হচ্ছে, মেয়র পারিষদরা দেখা যাচ্ছে নানা জায়গায় ছোটাছুটি করছেন। কিন্তু মশার হাত থেকে পরিত্রাণ মিলছে না কিছুতেই। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর থাবাও এড়ানো যাচ্ছে না কিছুতে। সবথেকে বড় কথা মশাদের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে তার প্ল্যানিংয়েই গলদ থেকে যাচ্ছে। একটি নামি স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের একটা ছোট উক্তি বোধহয় পরিস্থিতি বোঝাতে দারুণ সাহায্য করবে। তিনি বললেন এতদিন জানতাম মশার লার্ভা জন্মায় পরিস্কার জলে। অথচ পুরদপ্তরের কর্মীরা স্কুল প্রাঙ্গনের একটি গাছের কোটরে জমা জল থেকে মশার লার্ভা পাবেন সেটা কি করে বুঝব। বোঝাই যাচ্ছে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে। কিভাবে মশার সঙ্গে লড়তে হবে সেই শিক্ষাটাই নেই কারও কাছে। ফলে গড়ে ওঠেনি পরিকাঠামো। এই সুযোগে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে ঝাঁপাচ্ছে মশক বাহিনী। কে জানে পুজো পেলে হয়তো তাদের মতি স্থির হবে।

অমৃত কথা

ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনও তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইম্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই–লস্করি চাল ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও–কথা বেশ, তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকোর ভাষা। পূর্ব পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়; তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন ভাষা লিখতে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব

পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ওই কলকেতার ভাষাই রাখবে। কোন জেলার ভাষা কংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না কোন ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক।

ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ–আচার্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত–কথা কয়; মরে গেলে মরা–ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নতুন চিন্তাশক্তির যত ক্ষণ হয়, ততই দু–একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপরে, সে কি ধূম দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে 'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি, থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্রবিচিত্রর কি ধুম।

ফেসবুক বার্তা

সবে মাত্র শেষ হয়েছে মা মনসার আরাধনা। মায়ের বাহনকে সঙ্গী করে জীবিকা অর্জন করছেন বহু মানুষ। কলকাতার রাস্তাঘাটেও মাঝেমধ্যে এদের চোখে পড়ে। ফেসবুকের নজরদারিতে এরাও ক্যামেরাবন্দি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তোলাবাজি শুরু হয়নি, তাই তিনি যতই বলুন তোলাবাজি সহজে বন্ধ হওয়ার নয়

নির্মল গোস্বামী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ইনিংস নাকি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তোলাবাজ হঠাও অভিযান দিয়ে। সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের সান্ধ্যকালীন বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে সেটাই উঠে আসছে। আলোচনায় এবং সংবাদ মাধ্যমের থেকে এই সত্যও উঠে আসছে যে বিধাননগরের কাউন্সিলর অনিন্দ্য'র গ্রেপ্তারের পিছনে একটা কাকতালীয় সমাপতন ঘটেছে। সেটা যে কী তা সকলেরই জানা। তারই রেশ ধরে বলা যায় যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নাচার ছিলেন। পদক্ষেপ কিছু একটা করতেই হতো। সেটা কতটা বাধ্য হয়ে আর কতটা অন্তরের ডাকে তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেল। অবশ্য এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হয় যে তিনি কিন্তু তোলাবাজিতে দলীয় নেতা কর্মীদের প্রতি সত্যই বিরক্ত। এটা বন্ধ হোক তা তিনি বোধহয় সত্যিই চাইছেন। কিন্তু নেতারা চাইলেই যেমন বাজার দর কমে না। তার একটা জোগান চাহিদার সম্পর্ক থাকে, ঠিক নেত্রী চাইলেই তোলাবাজি বন্ধ হবে না। তার কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনার পূর্বে সামগ্রিকভাবে একটা সত্য আমাদের জানতে হবে যে, কোনও অন্যায়ের সাথে একবার আপোস করলে তা থেকে সহজে বের হওয়া যায় না। আজকে মনে হল একটুখানি আপোস করলেই বা, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে। কিন্তু সেই আপোসকালের প্রবহমানতার পথ একদিন বিশাল আকার ধারণ করবে। দুটো সমান্তরাল সরলরেখার একটাকে যদি কোনও এক পয়েন্টে ১ মিলি মিটারের ১ শত ভাগের এক ভাগ ডাইরেকশন ঘুরিয়ে দিই, তবে তখনই ফারাকটা চোখে ধরা পড়বে না। কিন্তু এইভাবে যত এগোবে ততই কারণটা বাড়তে থাকবে। আপোসটাও ঠিক তেমনই।

ফলে প্রথম পাঁচ বছর নেতাকর্মীদের ছাড় দিয়ে প্রশাসনকে দলীয় তাঁবেদারে পরিণত করে এক ভাবে রাজ্য চলেছে। আজ যদি হঠাৎ করে বলেন এসব চলবে না তাহলে সেই বলাটার মধ্যে সারসত্য কতটা আছে তা নিয়ে সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। আমাদের সকলেরই মনে আছে সেই রাখালের পালে বাঘ পড়ার গল্প! এখানেও হয়েছে তাই। মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন দলমত না দেখে অপরাধীদের ধরতে। কিন্তু পুলিশের ঘাড়ে তো একটাই মাথা। তারা কী করে ভুলে যাবে পূর্বের কথা। তখন তো ঘোষণা হয় নি যে আমি যাকে বলবো তাকে ধরবে—

সে ধর্ষক হোক, তোলাবাজ হোক, বা অন্য অপরাধী হোক। অপরাধী ধরতে গিয়ে দময়ন্তী সেনের কী হালটাই না হলো। চেতলা থানার যে পুলিশরা টেবিলের তলায় লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাল তাদের কি সাহস হবে অপরাধীদের ধরতে? এখন তো সব ধরনের অপরাধীই হল তৃণমূল। যে ট্রাফিক গার্ডরা প্রকাশ্যে চড় খেল তৃণমূল নেতানেত্রীদের হাতে তাদের কি আবার সাহস হবে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার। কালিয়াচকের জাল নোটের কারবারী আর বেআইনি পোস্ত চাষিরা মিলে যেভাবে বাংলাদেশি মুসলিমরা থানায় তান্ডব চালাল। এসপি–র গাড়ি পুড়িয়ে দিল। থানা লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দিল তারপর আর কোনও পুলিশ অফিসারের কী সাহস হবে ওদের বিরুদ্ধে কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার?

আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাজারহাট, বিধাননগর আর কলকাতা পুর এলাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়। আর এই প্রত্যন্ত জেলা ও সুদূর গ্রামগঞ্জের থানা চলে কিন্তু শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের কথায়।

স্বরাষ্ট্র বা মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কিন্তু থানা চলে না। তাই মুখ্যমন্ত্রী কি বলল তা থোড়াই কেয়ার করবে বিনপুরের ওসি। সেখানকার এমএলএ, এমপি, জেলা পরিষদের সদস্য ও সভাপতি প্রধান এদের বিরুদ্ধচারণ করে কোনও ওসি কি থানায় টিকতে পারবে? এলাকায় যদি বিরোধী আর সরকারি দলের শক্তির ভারসাম্য থাকে তাহলে লোকাল থানা কিছুটা হলেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তা না হলে ঝামেলা হবে। এখন মুকুল আর শুভেন্দুর দৌলতে তো গ্রামগঞ্জ বিরোধীশূন্য। ফলে কার দায় পড়েছে শাসকদলের নেতা কর্মীরা তোলাবাজি করলে পুলিশ তাদের ধরবে। আর শাসক দলের বিরুদ্ধে এফআইআর করার সাহস হবে লালগড়ের কোনও বিরোধী দলের? আর থানাই বা তা গ্রহণ করতে যাবে কেন?

এই প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে তোলাবাজি বন্ধ হওয়া আদৌ সম্ভব কি না? মনে রাখতে হবে যে তোলাবাজির যে সকল ঘটনা সামনে আসছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আবার তোলার রকমফের আছে। বৈধ তোলা–অবৈধ তোলা। বৈধ তোলা হল মদ–সাট্টা জুয়ার কারবার যারা করে তাদের বৈধভাবে তোলা দিতে হয়। থানায় মাসোহারা করা থাকে আর লোকাল রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও দিতে হয়। তা না হলে তারা থানায় চাপ দিয়ে কারবার বন্ধ করে দেবে। এই বৈধের মধ্যে আরও অনেক বিষয় আছে যা পাবলিকের না জানাই ভাল। আর অবৈধ তোলা হল আমার বাড়ি আমি তৈরি করব নেতাদের তোলা দিতে হবে। আমি পছন্দ মতো জায়গা কিনব নেতাদের তোলা দিতে হবে। যা নিয়ে ইদানিং হৈ চৈ হচ্ছে। এই গুলো পুলিশের কাছে অবৈধ তোলা। তাই পুলিশ চাইতে পারে না। কিন্তু যে নেতারা দশ লক্ষ, ১৫ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করে তাদের পুলিশকে ভাগ অবশ্যই দিতে হয়। পুলিশ দু–চার জনকে অভিযোগ না নিয়ে থানা থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর আর কেউ থানায় যেতে সাহস পায় না। তাই নেতারা যা বলে দিয়ে দেয়। এই যে থানা প্রকারন্তরে সাহায্য করল তা কি বিনি পয়সায়? পুলিশ অতো বোকা। নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবে আর পুলিশ আঙুল চুষবে তা কখনও হয়? সারা বাংলা জুড়ে অবৈধ বালি, কয়লা খাদান চলছে। পুলিশের নাকের ডগায়। নেতারা তোলা নেয়। পুলিশও তোলা নেয়। নেতা পুলিশের এই সম্পর্ককে রাতারাতি ভাঙতে পারবে না। একটা সেট আপ হয়ে গিয়েছে। এরপর সব থেকে বড় তোলাবাজির ক্ষেত্র হল সরকারি কাজের থেকে তোলা। এলাকায় নেতাদের টাকা না দিলে কোনও কনট্রাক্টর কোনও কাজ করতে পারবে না। এমপি কোটা, এমএলএ কোটায় যত যে কনট্রাক্টর কাজ করে তাদের একটা পারসেন্টটেজ লোকাল নেতাদের দিতে হয়। এটা নেহাত আমার মনগড়া কথা নয়। এবারের ২১ জুলাই–এর মঞ্চে কবির সুমন মদন মিত্রের হয়ে অনেক ওকালতি করলেন সেই তিনিই যাদবপুরের এমপি হয়েই তৃণমূলের নেতা কর্মীদের কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন চারিদিকে শুধু খাব খাব খাব। চ্যানেলের লাইব্রেরিতে এখনও সেই ফুটেজ সংরক্ষিত আছে।

এই তোলা আদায় করার বাস্তব পরিস্থিতিকে তৃণমূল দল প্রথম থেকেই শুধু মেনে নিয়েছে তাই নয় একে পল্লবিত করতে সাহায্য করেছে। কারণটা হল মুকুল রায় নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে নারদার একটা টাকাও কেউ ব্যক্তিগত কারণে খরচ করেনি একথা আমি হলফ করে বলছি। এটা খুব সত্যি কথা যে একটা দল চালাতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের সংস্থান কি ভাবে কোথা থেকে আসবে সে সম্পর্কে দলের লিখিত কোনও গাইড লাইন নেই। ফলে নেতাদের দলের খরচ চালাতে গেলে ঘুরপথে টাকার সংস্থান করতেই হবে। প্রতিবেদক নিজে একসময় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিল। কাকলী ঘোষ দস্তিদার যখন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রথম প্রার্থী হন সেই সময় অঞ্চলের নামে কুপন ছাপিয়ে নির্বাচনের খরচ তুলেছিলাম। প্রার্থী ১ পয়সাও দেন নি। পরবর্তী কালে তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় ৮টা অঞ্চলে জয়লাভ করে। দল কী করে চলবে সেই প্রশ্নে ব্লকের মিটিং একটা গাইড লাইন দিই। বলি যে প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক চাঁদা দিতে হবে। প্রতিটা অঞ্চল ব্লক কমিটিকে মাসে পাঁচ শত টাকা করে দিতে হবে সেই চাঁদা থেকে। ব্লক কমিটিতে দুজন বেকার ছেলে দলকে নেতৃত্ব দিত। তাদের সংসার আছে। তাদের কী করে চলবে সেই প্রশ্নে ২০০০ টাকা করে দুজনকে দেওয়া হবে। তা না হলে তারা অন্যভাবে টাকা ইনকামের চেষ্টা করবে। আমাদের প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি জানায়। ব্লক থেকে বিল ছাপিয়ে দেওয়ার কথা হয়। পরবর্তীকালে নাকি জেলা থেকে নির্দেশ আসে যে ওই সব বামপন্থী কায়দায় দল চলবে না। সরকার চালাবার জন্য তৃণমূল নেত্রী অনেক বামপন্থী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দল চালাবার জন্য বামপন্থীদের ভাল জিনিসটা গ্রহণ করেনি। সেটা হল জনগণের পয়সায় দল চালাবার পন্থা।

সরকার ক্ষমতায় আসতে সেই বেকার দুই নেতা আজও বেকার। কিন্তু একজনের গলায় মোটা সোনার চেন ঝোলে আর একজনের দুই হাতে আটটা সোনার আংটি। তাদের নামে কোথাও তোলা তোলার অভিযোগ নেই। কিন্তু তাদের সংসার প্রাচুর্য্যের মধ্যে চলে কি করে তার উত্তর বোধহয় পিসি সরকারও দিতে পারবেন না।

দলের অর্থের উৎসের যেমন স্বচ্ছতা নেই তেমনি সরকারি কাজকর্মেরও স্বচ্ছতার অভাব। ত্রিফলা লাইটের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার কাজকে দু তিন লাখে ভাগ করে অর্ডার হয়েছে যাতে টেন্ডার ডাকতে না হয়। সরকারি কাজ এভাবে হওয়া উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী এই কাজের পক্ষে বলেছিলেন বেশ করেছে টেন্ডার না ডেকে আমি বলেছি তাই করেছে। এটা পক্ষান্তরে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া। অপরাধীদের ধরার পরিবর্তে আড়াল করতেই ব্যস্ত যেন। তদন্ত করল তার রিপোর্ট প্রকাশ পেল না। উল্টে সিবিআই তদন্ত না হয় তার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে ১১ কোটি টাকা খরচ হল। এটা কি স্বচ্ছতার নমুনা। নারদ কান্ডে আইপিএস অফিসার পার্টির হয়ে ঘুষ নিচ্ছে তা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত সত্য এখনও তিনি গ্রেপ্তার হলেন না কেন? এই যে প্রসাশনিক অস্বচ্ছতা। এটাই মুখ্যমন্ত্রীর কাজের নমুনা। মুখের কথাটাই সব নয়। আমরা জানি বৃক্ষের পরিচয় তার ফলে।

ফলে সৎ হতে হবে না। কিন্তু দল ও সরকারের কাজের স্বচ্ছতার চিহ্ন যদি কর্মী নেতাদের কাছে পরিষ্কার না হয় তাহলে যতই মুখ্যমন্ত্রী বলুন তোলাবাজি বন্ধ হওয়ার নয়। দলেরই এক নেতা বলেছেন তা হলে সরকার পড়ে যাবে। নতুন নতুন উন্নয়নের চিন্তা মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় আছে সেই মাফিক কাজও হবে। কিন্তু দলের শুদ্ধিকরণে তিনি যেমন আন্তরিক আগ্রহী নন তেমনি বাস্তব পরিস্থিতি ও অনুকূল নয়। ফলে যথা পূর্বং তত পরং চলবে।

মিলনমেলা রাখিবন্ধন উৎসব

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন উৎসব আজ জাতীয় মেলাতে পরিণত হয়েছে। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে সেই মিলন উৎসব। আমতলা চৌরাস্তার মোড়ে সকাল দশটায় এইরকমই একটি সার্বভৌম মিলনতীর্থের আয়োজন করেছিল চন্ডী অঞ্চল তৃণমূল–কংগ্রেস কমিটি। এই নিয়ে দ্বিতীয়তম বর্ষ পালন করা হল। সকল পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল। হিন্দু–মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক আন্তরিক প্রীতি ভালোবাসার সৃষ্টি হল একে অপরের হাতে রাখি পরানোর মধ্যে দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান তারক মন্ডল, সভাপতি সজল মিত্র, পুরো অনুষ্ঠানটির নেতৃত্বপ্রধান ছিলেন মোফিউদ্দিন শেখ। অনুষ্ঠানটির মাঝখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিধায়ক দিলীপ মন্ডল এসে উপস্থিত হন। তার বক্তব্যে আরও ফুটে উঠেছে রাখি বন্ধনের তাৎপর্যপূর্ণ মিলন উৎসব। তিনি বলেন, ''রাখি বন্ধনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের জীবন আরও সুন্দর, স্বাভাবিক ও সুসংহত হয়ে উঠুক, সব রকম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরা যেন একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াতে পারি। এই মিলন উৎসব একদিন শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবে পরিণত হোক। উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান রমজান আলি শেখ, শ্যামল মন্ডল ও নবকুমার বেতাল তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমতলার প্রত্যেকটি যাত্রী সাধারণের হাতে তারা রাখি পরিয়ে দিয়েছে ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। সবার মুখে তারা হাসি ফোটানোর নিরলস চেষ্টা করেছে।

সীমান্ত এলাকায় সদা জাগ্রত সীমান্ত সুরক্ষা বল। এলাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের ভাইদের রাখি সুতোয় বন্ধন করল।

নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান

কুনাল মালিক : গত ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি ৭০তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করল। ফুলতলা থেকে থানা পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা র‍্যালিতে অংশ নেন। জাতীয় পতাকা তোলেন ডিএসপি উৎপল মিত্র। থানার পতাকা তোলেন আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হেমন্ত কানওয়ালী ও তুষার সরদার। গত ১৮ আগষ্ট সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা মোড়ে রাখিবন্ধন উৎসব হয়। পথ চলতি মানুষের হাতে রাখি বেঁধে দেন কমিটির সদস্যরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় ও আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার এবং সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হেমন্ত কাসওয়ালী।

পাঠকের কলমে

জনসাধারণ বিভ্রান্ত

খাদ্য দফতরের উদাসীনতাই জনগণের বিভ্রান্তির কারণ। রেশন দোকান মারফৎ বন্টন ব্যবস্থা ঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তার দেখভাল করার কোনও প্রচেষ্টাই খাদ্য দফতরের নেই বলে অনেকেরই অভিযোগ। সরকার নির্দ্ধারিত দামের বদলে রেশনে বিশেষ করে প্যাকেট আটার নিয়মনীতি মেনে রেশন দোকানগুলো খাদ্য সামগ্রী বন্টনে জনগণকে বিভ্রান্তিতেই ফেলছে। এমন একটি পরিষেবায় স্বভাবতই জনগণ উদ্বেলিত। যেখানে সকলের জন্য গমের ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তা কোনও এক অজ্ঞাতকারণে বন্ধ করে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে আটার ব্যবস্থা করা হল। অথচ এই আটা কিভাবে মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরলাম। খাদ্য দফতরের কর্তাব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থে। সম্প্রতি উলুবেড়িয়ার হিরাপুরে গ্রাম পঞ্চায়েতের (একটি দোকানের কোড নং – ১৩৪১০০৯০০২৯) রেশন দোকানগুলোতে যে প্যাকেট আটা বিক্রি পিএইচএইচ কার্ড হোল্ডারদের জন্য বরাদ্দ, তার প্যাকেজিং তারিখ ১৪ জুলাই ১৬ এবং যা হোল্ডারদের জন্য বরাদ্দ, তার প্যাকেজিং লেখা আছে। অথচ রেশন দোকান থেকে খরিদ্দারগণ রেশন পাচ্ছেন ১৪ আগস্ট '১৬। জনসাধারণ তাহলে কিভাবে ওই আটাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবেন না ফেলে দেবেন। কোনটা ঠিক, আর কোনটা বেঠিক খাদ্য দফতর জানালে বিশেষ সুবিধা হয়।

অমিয় কুমার অধিকারী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

ওজনে ফাঁকি

খোলা বাজারে ওজনে ফাঁকি দেদার চলছে। বাটখাড়ার লোহার কিছু অংশ কৌশলে খসিয়ে এবং পাল্লায় ওজন করার কায়দায় নিয়মিত ওজনের ফাঁকি পাইকারি হারে চলে। মেশিনে যে ওজন করা হয় তাও কতটুকু ঠিক সন্দেহ জাগে। সবচেয়ে বেশি ফাঁকিবাজি হয় রেশনের দোকানে। শুনেছি সরকারের নাকি একটা দফতর আছে যারা ওজনের কারচুপির কেলেঙ্কারি ধরে। কিন্তু তাদের কোনও টিকি কেউ দেখতে পায় কি? এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনুরোধ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু নড়ে চড়ে উঠুন।

শ্যামলী কর্মকার, বেহালা

ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে সচেতন হোন।
অযথা জল জমিয়ে ডেঙ্গুকে প্রশ্রয় দেবেন না।
জ্বর হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

বীরভূমের টুকিটাকি

১) রাস্তা খারাপের জন্য সাঁইথিয়া রেলসেতুতে তীব্র যানজট।

২) কীর্ণাহার–২ পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে আধার কার্ড তৈরির কাজ।

৩) সাইকেল চোরকে বেদম প্রহারে সে হাসপাতালে ভর্তি। ৪) মহম্মদবাজার ধ্বসে মৃত রঞ্জিত বাগদী ও গণেশ মন্ডল।

৫) সর্পলেপনা গ্রামে নৌকা থেকে পড়ে মৃত যুবক মুকুল শেখ।

৬) নরসিংহপুর গ্রামের ময়ূরাক্ষী চর থেকে উদ্ধার যুবক যুবতীর মৃতদেহ। কীটনাশকের প্যাকেট পড়েছিল। মৃতদের নাম সুমিত বাগদী ও রাখী বাগদী।

৭) ডায়েরিয়া, জ্বর ও আন্ত্রিকের সংক্রামক বাড়ছে গোটা জেলা জুড়ে।

৮) ১লা শ্রাবণ রাজপুরে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান ও বৃক্ষরোপণ।

৯) তিন, চার মাস থেকে ঘনঘন লোডশেডিং–এ অতিষ্ঠ চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা।

১০) সামনে কৌশিকী অমাবস্যা, জঙ্গি হামলার জন্য ঘরজামাই ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য নেবে বীরভূম প্রশাসন। খয়েরবনে বাজ পড়ে মৃত শিবরতন গোপ।

১১) 'ধাত্রীদেবতায়' তারাশঙ্করের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করলেন বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। উপস্থিত বিকাশ রায়চৌধুরী, 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

১২) ২৭ জুলাই শহিদ দিবস স্মরণে বাসাপাড়ায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

১৩) প্রায় ৫০০ বছরের থেকে বেশি প্রাচীন ঘটে পটে দুর্গাপুজো চিনপাই মিত্র পরিবারের। মাধাইপুর উচ্চবিদ্যালয়ে নাবালিকা সচেতনতা শিবির।

১৪) ব্রিজ নেই দ্বারকায় ঝুঁকির পারাপার বর্ষায়। নেই স্থায়ী ব্রিজ বর্ষায় আতঙ্কে থাকে চিনপাই পঞ্চায়েতের ১৩টি গ্রামের বাসিন্দারা।

১৫) চিনপাই জলাধারে বজ্রাঘাতে মৃত এক যুবক। খাটঙ্গা গ্রামের রুবি বাল ধান পোঁতার সময় বজ্রাঘাতে মৃত। টুলু শেখ বজ্রাঘাতে মৃত। জখম এক চিকিৎসাধীন।

১৬) নলহাটি রেলসেতুর নীচে অর্ণব দাস (২৬) মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য।

১৭) শ্রীনিকেতন থানার হরিরামপুর গ্রামে ধানজমি নষ্ট করার অভিযোগ উঠল।

১৮) সাঁইথিয়া ব্লকে কৃষকরত্ন পুরস্কার পেল সাধনকুমার দে। রাজনগর ব্লকে কৃষকরত্ন পুরস্কার পেল মন্টু বাগদী। ৩০ জুলাই কড়িধ্যা ফুল্লরাতলায় 'সোনালী রোদ্দুর' নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। সিউড়ির নতুন পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

১৯) পাইকর রাস্তায় গর্তে পড়ে মৃত অভিজিৎ দাস গোস্বামী (২২)। টাকাফেরতের দাবি ময়ূরেশ্বর পুকুরপাড়ে চিটফান্ড আমানতকারীদের মিছিল। ময়ূরেশ্বর কালিমাতা স্টোরের সামনে দুর্ঘটনায় জখম ডাম্পার চালক।

২০) স্বামী তাপস বাগদীকে খুন করার অভিযোগে বেপাত্তা স্ত্রী কুসুম ও পরিবার।

ভাজলিয়া গ্রামে গৃহবধূ প্রিয়া ঘোষ খুনে গ্রেফতার স্বামী ও শাশুড়ি।

খয়েরবুনি গ্রামে বাড়ছে ডায়েরিয়ার প্রকোপ ভর্তি হাসপাতালে। ৩০ জুলাই বীরনগরী গ্রামে আধার স্লিপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য।

বজ্রপাতে মৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় বাজ পড়ে মারা গেল চারজন। চিনপাই জলাধারে মাছ ধরার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ভোঁড়া গ্রামের এক যুবকের। ২৯ জুলাই নগরীর কাছে মাঠে ধান পোঁতার সময় বাজ পড়ে মারা যান রুবি মাল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগরিকা মাল সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি। মাঠে চাষ করার সময় বাজ পড়ে মৃত শিবরতন গোপ খয়েরবুনি গ্রামে। মুরারইতে চাষ করার সময় বাজ পড়ে মারা যায় টুলু শেখ।

জলমগ্ন কজওয়ে বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খয়রাশোল : নিম্নচাপের একটা বৃষ্টিতে বীরভূমে একাধিক জায়গায় ভেসে গেল কজওয়ে। ফলে বন্ধ যান চলাচল। বোলপুর মহকুমায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। নদীনালা কজওয়ের দুইদিক ছাপিয়ে বইছে জল। ফলে বন্ধ আসানসোল বাস। ১১ আগস্ট সকাল ১০টার পর প্রশাসনের তরফ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। এদিন দুপুরে এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যতদূর চোখ যায় শুধু জলোচ্ছাসই দেখা যায়। আসানসোল বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়ে যাত্রীরা। চিনপাই থেকে টোটো ধরে জামুলি গিয়ে সরকারি বাসে করে সিউড়ি যায়। ১২ আগস্ট শুক্রবারও বন্ধ থাকে আসানসোল বাস। অনেক বাস পাঁচড়া থেকে ঘুরে আসে। সাধারণ যাত্রী, ছাত্রছাত্রী, নিত্যযাত্রীরা কষ্টে যাতায়াত করে। বাদুড়ঝোলা ছিল বাসগুলি। ১১ আগস্ট নিম্নচাপের প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য চিনপাস গ্রামে সন্ধ্যা, রাতে এবং পরের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, প্রতি বর্ষায় বেশি বৃষ্টিপাত হলে ভেসে যায় কজওয়ে। বন্ধ থাকে আসানসোল বাস। তা সত্ত্বেও নেওয়া হয় না কোনও ব্যবস্থা। সাঁইথিয়ার ভাসা ব্রিজ, হিংলো, শাল কজওয়ে ভেসে বন্ধ থাকে যান চলাচল। ১২ আগস্ট রাতে তীব্র বজ্রপাত সহ প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়।

'ট্যালেন্ট হান্ট' পরীক্ষা

অভীক মিত্র : দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সন্ধানে লাভপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'ট্যালেন্ট হান্ট' পরীক্ষা। ১ আগস্ট রবিবার ২৬টি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ জন অভাবী মেধাবী ছাত্রছাত্রী নিয়ে শম্ভুনাথ কলেজে পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রের খবর, ১৩০ জনের মধ্যে ১০ জনকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কোচিং দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হবে। হাতিয়া, কুলিয়ারা, মহোদরী হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী অভিভাবক, শিক্ষক–শিক্ষিকারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা চালু থাকবে বলে জানান বিডিও জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস। সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত পরীক্ষায় ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। ১,২, ৫ নম্বরের প্রশ্ন ছিল। ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ১ সপ্তাহের মধ্যে ফল জানা যাবে। ছাত্রছাত্রীর পরিবারের বার্ধক্যভাতা, পেনশন, সরকারি সুবিধার ব্যবস্থা করবে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি। মাসে ২–৩ বার কোচিং দেওয়া হবে।

উপচে পড়ল বক্রেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রাবণ মাসে বীরভূম জেলার বিভিন্ন শিবতীর্থগুলিতে উপচে পড়ল ভিড়। বক্রেশ্বর, কোটাপুর, ভুঁইপতলা, মালিপাড়া গ্রামের শিবমন্দিরগুলিতে । জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাড়া গাড়ি, ট্রেন, বাসে করে দল বেঁধে শয়ে শয়ে ভক্ত পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় দেওঘর, তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছে। তারকেশ্বরে চলছে শ্রাবণী মেলা। কিছু ট্রেনের কামরা বৃদ্ধি করা হয়েছে ভিড় কিছুটা লাঘব করতে। ১ আগস্ট তৃণমূলের উদ্যোগে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা ভক্তদের গুড় বাতাসা দেওয়া হয়। চিনপাই গ্রামের ৫০ জন তরুণ যুবক সকালবেলায় পায়ে হেঁটে শিবতীর্থ বক্রেশ্বর থেকে শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ এনে চিনপাই গ্রামের বিশ্রামতলার ভৈরব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে। চলে পুজো পাঠ। এদিন বিকালে এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, মাইকে চলছে ঠাকুরের গান এবং রাতের ভোগের আয়োজন। রাতে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। প্রতিবছর এই দিনে হয় উৎসব। মন্তব্য এক ক্লাবকর্তার।

সুন্দরবনের বাগমারা নদীতে নৌকাডুবি উদ্ধার ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : শুক্রবার বন দফতরের কর্মীরা মাছের নৌকায় ডুবে যাওয়া ৭ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের নাম লালন খাঁ, ঝড়ো মন্ডল, গোষ্ঠ খাঁ, সুকুমার মন্ডল সহ আরও ৩ জন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বাগমারা নদীর মেছুয়া এলাকায়। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী সুকুমার মন্ডল, লালন খাঁ, ঝড়ো মন্ডল, গোষ্ঠ খাঁ সহ আরও ৩ জন মৎস্যজীবী গত ১৪ আগস্ট একটি নৌকা করে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে যায়। গত ১৮ আগস্ট রাতে মেছুয়া এলাকায় বাগমারা নদীতে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সময় হঠাৎই প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদীর ঢেউয়ের জলের তোড়ে মাছের নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকার ৭ জন মৎস্যজীবী নদীর জলে পড়ে সাঁতার কাটতে থাকে। আশপাশের মৎস্যজীবীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ৭ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে মেছুয়া ক্যাম্পে রেখে দেয়। সেখান থেকে তারা বন দফতরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে বনদফতরের কর্মীরা মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করে গোসাবায় নিয়ে আসে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝড়ের দাপটে নদীর জলের ঢেউয়ের তোড়ে মৎস্যজীবীদের মাছের নৌকা ডুবে যায়। মাছের নৌকায় ৭ জন মৎস্যজীবী ছিল। আশপাশের মৎস্যজীবীরা ৭ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে মেছুয়া ক্যাম্পে রাখে। বিষয়টি বন দফতরকে জানানো হলে বনদফতরের কর্মী ৭ জন মৎসজীবীকে উদ্ধার করে গোসাবায় আনে। বিষয়টি বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। যাতে মৎস্যজীবীরা সরকারি সব রকমভাবে সুযোগ–সুবিধা পায় এবং ক্ষতিপূরণ পায়। বনদফতর জানায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি মাছের নৌকা ডুবে যায়। মাছের নৌকায় ৭ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি চললেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাজের পর বিদায়বেলা সততই কিছুটা হলেও বেদনার। যদিও নিয়মের বেড়াজালে সকলেই আমরা আবদ্ধ। সে নিয়ম তো মানতেই হয়। সে নিয়মানুযায়ী ঐতিহ্যবাহী কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর গত ১৯ আগস্ট শুক্রবারকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে কলকাতায় কাজের শেষ দিন হিসাবে বেছে নিয়ে ছিলেন। চললেন বম্বে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে। ২৪ আগস্টের মধ্যে বম্বে হাইকোর্টে তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হিসেবে মঞ্জুলা চেল্লুর ২০১৪ সালের ৫ আগস্ট মঙ্গলবার কাজে যোগ দেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ছিলেন ২ বছর ১৫ দিন। প্রসঙ্গত, মঞ্জুলা চেল্লুরের গত দু বছরের জমানায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে বহু স্পর্শকাতর মামলার শুনানি হয়েছে।

তার মধ্যে প্রথম তৃণমূল সরকারের তৈরি পরিষদীয় সচিব পদ বাতিল এবং ইমাম ভাতার স্থগিতাদেশের বিষয়টি প্রধান বিচারপতি হিসেবে মঞ্জুলা চেল্লুরের জমানায় উল্লেখযোগ্য রায় হিসেবে দেখছেন আইনজীবীদের একাংশ। একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য প্রশাসনের কর্মসংস্কৃতির হাল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। হকার সমস্যা নিয়েও রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

জন্মাষ্টমীতে তাল ফুলুরি, তালের মালপোয়া ও সসের সন্দেশ ক্রেতাদের নজর কাড়বে

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেখতে দেখতে চলে এল জন্মাষ্টমী। জামাইষষ্ঠীর পর আরেকটি বড় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে পালিত হয় এই জন্মাষ্টমী। আর বাঙালির উৎসব মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। বাংলার মিষ্টির খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ অসংগঠিত কুটির শিল্প এই মিষ্টান্ন শিল্প। বাঙালির মাছ ও মিষ্টি খুবই প্রিয় দুটি পদ। বিশেষ করে রসগোল্লা, জলভরা ও দই হলে তো কথাই নেই। সারা মাস বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে এর চাহিদা আরও বেড়ে যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন তাই কৃষ্ণের প্রিয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। হুগলি জেলার দক্ষিণ চন্দননগরের এমনই এক মিষ্টান্ন বিক্রেতা শৈবাল মোদক জানান, কৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় মিষ্টান্ন ননী প্রস্তুত করা হয়। কাঁচা মাখন জাল দেওয়ার আগে দুধের ক্রিমটাকে ছেঁকে ওই ননী তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয় বেশি বিক্রির জন্য নিত্য নতুন মিষ্টি তৈরি করতে হয়।

এই নিত্য নতুন মিষ্টি প্রস্তুত ও তার অভিনবত্বে রেষারেষি চলে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির মধ্যে। ভাদ্র মাসের প্রধান ফলই হল তাল। তাই তালের তৈরি অভিনব মিষ্টি থাকবে এ আর নতুন কি ! তালের মালপোয়া, দুধের সরের নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীর, রাবড়ি ইত্যাদি এবারের জন্মাষ্টমী স্পেশ্যাল। শৈবালবাবু জানান, ছানা, ময়দা ও চিনির সঙ্গে তাল মিশিয়ে এই মালপোয়া তৈরি করা হয়। সর তুলে নিয়ে তাকে দুধ, ক্ষীর দিয়ে নরম করে গোলাপজল ও অল্প চিনি মিশিয়ে পাকিয়ে নাড়ু করা হয়। এছাড়া থাকছে ক্ষীরকদম। বংশ পরম্পরায় এই ব্যবসা চলে আসছে। এই দোকানের মিষ্টির সুখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই এদের দোকানের মিষ্টির চাহিদাও আকাশছোঁয়া ও ক্রেতার সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়। তাই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রোজই প্রচুর মিষ্টিও তৈরি হয়। প্রতি বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠান–পার্ব্বনে ক্রেতাদের সন্তুষ্টির জন্য নিত্যনতুন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়।

চুঁচুড়ার ৫১ বছরের পুরোনো মিষ্টির দোকান 'সন্ধ্যাশ্রী সুইটসে'র কর্ণধার অরূপ কৈরী জানান, জন্মাষ্টমীতে থাকছে তালফুলুরি, আম্রিত্তি, নারকেলের নাড়ু। জন্মাষ্টমীর পাশাপাশি দৈনন্দিন ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে অভিনব মিষ্টি তৈরি করা হচ্ছে। এতদিন সবাই জানত সস শুধু স্ন্যাকস বা নোনতার সঙ্গে খেতে ব্যবহার করা হত। কিন্তু এইবার সেই প্রথাগত ধারণার মধ্যে বদল আনতে চলেছে 'সন্ধ্যাশ্রী সুইটস'। এখন নোনতার পাশাপাশি মিষ্টি জাতীয় খাদ্যে এই সসের ব্যতিক্রমী ব্যবহার দেখা যাচ্ছে এখানে। বাটারস্কচ, ম্যাঙ্গো ও অরেঞ্জ এই তিন রকমের সস দিয়ে সন্দেশ তৈরি করে তা কলাপাতার মধ্যে দিয়ে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। দামও ক্রেতাসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যে। সারা বছরই এই ধরনের সসের সন্দেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাই জন্মাষ্টমীতে প্রথাগত মিষ্টির পাশাপাশি এই সকল ফিউসন মিষ্টির চাহিদা থাকবে আকাশছোঁয়া। সবমিলিয়ে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এবারের জন্মাষ্টমী জমজমাট।

কুলপির বিডিও প্রাঙ্গণে ৪৫টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৩৫০ জনেরও বেশি ছাত্রীদের গোল্ড প্লেটেড বালা কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে দিলেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এবং এদিন ব্লকের সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, সভাপতি নূর আকছান বিবি, নারী ও শিশু কল্যাণের আধিকারিক রশিদা কয়াল ও সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মন্ডল এবং আরও অনেকে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন আমিরা বিবেকানন্দ স্কুলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ফেসবুকে তৈরি হওয়া কিছু সংগঠন, তারা হল এ বি সি ডি, সেবাব্রতী বাংলা ও বাঙালি ও হাঁটি হাঁটি পা পা। তারা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় পড়ার সামগ্রী, স্কুলের জন্য ত্রিপল আর ১০ বস্তা সিমেন্ট সহ কিছু আর্থিক সামগ্রী তুলে দেয় স্কুল ভবন সংস্কারের জন্য।

সর্পাঘাতে মৃত্যু বাড়ছে ক্যানিংয়ে

প্রথম পাতার পর

অনেকে এখনও ওঝার কাছে ঝাড়ফুঁক দিতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। বিজনবাবু বলেন, বছর খানেক আগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সর্পদংশন নিয়ে ডাক্তার ও এনজিওর সদস্যদের নিয়ে একটি সরকারি প্রশিক্ষণ হয়েছিল। ঠিক ছিল ওখানে একটি সর্পদংশনের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলা হবে। কিন্তু ওখানে সর্প দংশনের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া ব্লকে ব্লকে মানুষকে সচেতন করার জন্য সরকারি প্রচারেরও খামতি আছে।

এই প্রসঙ্গে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ১২ বেডের ক্রিটিক্যাল ইউনিট চালু আছে। তবে ওখানে শুধু সাপে কাটা নয় যে কোনও রোগেরও চিকিৎসা হয়। ওই ইউনিটে ডায়ালিসিসটা নেই। খুব শীঘ্রই চালু হবে। ডাঃ মালাকার আরও বলেন, এখন সব হাসপাতালেই এভিএস পাওয়া যায়। হাসপাতালে রোগী এসে মারা গিয়েছেন, এমন সংখ্যা খুবই নগণ্য। কেউ যদি আসতে দেরি করে, পথে বা ওঝার কাছে মারা যান, তাহলে কি করতে পারি?

বালিতে রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। সারা রাজ্য জুড়ে চলছে রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মারামারি, হিংসা ত্যাগ করে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। বরাহনগর ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচালনায় বরাহনগর যুব তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে নটায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা চন্দ এলাকার বিশিষ্ট বরিষ্ঠ নাগরিক মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাসকে হাতে রাখি পরিয়ে রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা হয়। বরাহনগর ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা করা হয়। সূচনা করেন দমদম ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর পাল সকাল ১০টার সময়। হাওড়া নিশ্চিন্দা থানা এলাকার কুমিল্লা পাড়া অটো স্ট্যান্ডেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়। পথচলতি বহু মানুষের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে মানুষকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করবার বার্তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা নয়ন গুহ, জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে, মেঘনাথ দাস সহ আরও অনেকে। মিষ্টি ফুল বিতরণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মগরাহাট ১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
দূরভাষ–০৩১৭৪২৫০৯৩২

৮৫০(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /১৬/০৮/২০১৬

দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ডেকোরেটর্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন
ত্রয়োদশ জেলা সম্মেলন ও রক্তদান শিবির
২০, ২১ শে আগষ্ট ২০১৬

স্থান – রবীন্দ্রভবন, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুষ্ঠান সূচী : ২০ শে আগষ্ট সকাল ১০টা রক্তদান শিবির। সন্ধ্যা ৬টায় সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

২১শে আগস্ট সকাল ৮টায় শোভাযাত্রা, এরপর পতাকা উত্তোলন, স্মরণ বেদীতে মাল্যদান, অতিথি বরণ, অতিথিবর্গের ভাষণ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও গিফ্‌ট বিতরণ।

সভাপতি — শ্রী অসিত সাহা
সম্পাদক — শ্রীচন্দ্রশেখর সামন্ত

হাতের কাজের ট্রেনিং

পিয়ালীতে 'পিয়ালী খোলাঘাটা ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশনাল এন্ড চাইল্ড এডুকেশন' ৩টি কর্মমুখি হাতের কাজের ট্রেনিং দেবে।

(১) টেলারিং এ্যান্ড ড্রেস মেকিং ট্রেনিং (পুং/মহিলা)

(২) বিউটিশিয়ান ট্রেনিং (মহিলাদের জন্য কনে সাজানো সহ)

(৩) মোবাইল মেরামতি ট্রেনিং (পুরুষদের জন্য সফটওয়ার সহ)

প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ— ৬ মাস, সপ্তাহে একদিন ১১টা থেকে ২টা = ৩ ঘন্টা ক্লাস (দূরের ছাত্র–ছাত্রীদের কথা ভেবেই)

১ ও ২–এর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্ততঃ ক্লাস সিক্স পাশ ও ৩–এর ক্ষেত্রে অন্তত অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে। বয়সের কোন কড়াকড়ি নেই। আগামী ২৮.০৮.১৬, ২৯.০৮.১৬ রবিবার ও সোমবার ৫০ টাকার বিনিময়ে (Application form) আবেদনপত্র হাতে হাতে সংগ্রহ করা যাবে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

কোর্স ফি বা ভর্তি ফি– ৬০০ টাকা প্রতি বিষয়ে এছাড়া কোন মাসিক বেতন লাগে না। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন— পিয়ালী খোলাঘাটা ইনস্টিটিউট অফ ভোকেশনাল এন্ড চাইল্ড এডুকেশন, পিয়ালী, দঃ ২৪ পরগনা

মোবাইল : ৯০৯৩৮২৩০৫৬

কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিলকরা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কুলতলী সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
দূরভাষ– ০৩২ ১৮–২৪৮০৮৪

৮৪৮(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /১৬/০৮/২০১৬

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

বিবর্তনের কক্ষপথে সনাতন পুজোর বিন্যাস

পার্থসারথি গুহ

দেড় মাসের আর সামান্য বেশি দেরি পুজো আসতে। যথারীতি সব জায়গাতেই শুরু হয়ে গিয়েছে নানাপ্রকার প্রস্তুতি। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে একদফা সেই প্রাথমিক ঢাক গুড়গুড় পর্ব সম্পন্নও হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ জায়গায়। কচিকাঁচাদের কর গোনা যে পুরোদমে চলছে তা বলাইবাহুল্য। অবশ্য এই শারদীয়ার উৎসবে অবগাহন করতে দেখা যায় সব বয়সী মানুষদেরই। এমনকি দাদু–দিদিমারাও নাতিদের শুধোয়, হ্যাঁরে, পুজোটা এবার কবে থেকে যেন? এই উৎসবের প্রাবল্যই এমন। যাতে আপনাকে মাতোয়ারা হতেই হবে। দেখবেন ওইসময় আপনার মনে এক আলাদা অনুভূতি জেগে উঠেছে। একে বোধহয় 'পুজো ফিভার' বলেও অভিহিত করা যায়।

তা এই যে আমাদের কলকাতার দুর্গাপুজো তার সাবেক ঘরানা বলতে যেমন সাবর্ণ চৌধুরী, উত্তর কলকাতার রাধাকান্ত দেব পরিবার, রাণী রাসমনির পরিবারের মল্লিক বাড়ির পুজো বোঝায় তেমন এর বিবর্তনের পিছনেও এক আলাদা কাহিনী রয়েছে। বিশেষ করে

কলকাতায় পুজো দেখতে যাওয়া মানে এই বছর তিরিশেক আগেও একটা বেশ পরিচিত রুট ম্যাপ ছিল। আজকের মতো তখন এতটা ছড়ায় নেই পুজোর রমরমা। সেই সময়কার পুজো বলতে দক্ষিণে ভিড় কেন্দ্রীভূত ছিল ভবানীপুর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য খুঁজে পেতে পাওয়াও যেত (প্রোমোটারদের দাপট সত্ত্বেও এখনও সেই পরম্পরা অনেকটাই অক্ষুণ্ণ আছে ভবানীপুরে) এই অঞ্চলেই। পুজোর সময়ে তাই ভবানীপুরে গিয়ে সাবেক কলকাতার ঘ্রাণ চাখতেন দর্শক এবং পূজা অভিলাষীরা। এবার এই একটু শোনা যাক দক্ষিণ কলকাতার তৎকালীন পুজোর জগতের নিউক্লিয়াস ভবানীপুরের ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির টুকিটাকি সমাচার। এখনকার যুবসমাজ ম্যাডক্স স্কোয়ার নিয়ে যে হিল্লোল করে তখন অতটা সাড়া ফেলেনি এই পুজোটি। ভবানীপুরের সেরা পুজোগুলির মধ্যে তখন তার আসন প্রাপ্তি ঘটেনি। ভবানীপুর–৭ বা ভবানীপুর –১১ হিসেবে তখন ঠাঁই করে নিত আরও অনেকগুলি পুজো। যাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি কালের নিয়মে এখন অনেকটাই পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। আর কলকাতায় ভবানীপুরের ব্যাটন এখন চলে গিয়েছে ম্যাডক্স স্কোয়ারের হাতে। তাও আবার সারা কলকাতা

টো টো করার পর একটাদিন এখনকার জেন এক্স বা যুবসমাজ বরাদ্দ রাখে ম্যাডক্স স্কোয়ার পার্কের জন্য। পুজোর মাঠটি সেদিন যেন একটা মিনি ভারতবর্ষের চিত্র নেয়। ম্যাডক্স স্কোয়ার প্রভৃতি আরও অনেক নাম। আর ভবানীপুরের এই সব তারকা পুজো দেখে জনতার ঢল এগিয়ে যেত উত্তর কলকাতার দিকে।

কোন জায়গার পাবলিক থাকে না সেটাই প্রশ্ন। তবে ম্যাডক্স স্কোয়ারে আজকের জেন এক্স মাতোয়ারা হলেও দুযুগ আগে ভবানীপুরের পুজো বলতে ছিল ২৩ পল্লি, ফরওয়ার্ড ক্লাব, মুক্তদল, সঙ্ঘশ্রী, বকুলবাগান, রয়েড স্ট্রিট, অবসর,

এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। দক্ষিণের এই খ্যাতনামা পুজোগুলির মধ্যে একডালিয়া এভারগ্রিন আর মুদিয়ালির নামও অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তাও একেবারে ভিন্ন দিকে অবস্থানের জন্য একটু বেছুট হয়ে ছিল এই পুজোগুলি। দক্ষিণের চক্কর শেষ করে দর্শনার্থীরা যেতেন উত্তর বিজয় করতে। বুঝতেই পারছেন উত্তর কলকাতার পুজো অভিযানে। তা এই সফরে যে যে নামগুলো চট করে মনে পড়ছে তার একটু নমুনা তুলে ধরি। তবে শুধু উত্তর নয় তার সংযোগস্থল মধ্য কলকাতার কয়েকটি পুজোও স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশীদের কাছে আকর্ষণের লক্ষমাত্রা ছিল। উত্তর এবং মধ্য কলকাতার পুজো ক্যানভাসে তখন মানে ওই আশির দশকে যে পুজোগুলি স্থান করে নিয়েছিল তা হল কলেজ স্কোয়ার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, মহম্মদ আলি পার্ক, নেবুতলা পার্ক (তখন অবশ্য আজকের মতো পাল্লা দিত না এই পুজোটি) ইত্যাদি। এছাড়া সবার ওপরে যার নাম করতে হত বা আজও উত্তর কলকাতার পুজোর যে মূলধারা তার জননী হয়ে বিরাজ করছে বাগবাজার সার্বজনীন। সাবেক পুজো নিয়ে চর্চার মাঝে মূর্তির কথা বলা হবে না তা তো হয় না। সেই জমানার প্রতিমা শিল্পী রমেশ পালের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণীয়। বড় বড় অনেক পুজোয় প্রতিমা তৈরির বরাত পেতেন রমেশবাবু। সনাতনী দেবী মূর্তি তৈরি করায় দারুণ যত্নবান ছিলেন রমেশ পাল। অসুর দলনী দুর্গা প্রতিমা শোভা পেতেন এই শিল্পীর হাতের জাদুতে। শাস্ত্র বিধি মেনে শুধু দুর্গা প্রতিমা নয়, অসুর থেকে সিংহ এবং

তার সন্তানরা গড়ে উঠত। রমেশ পালের ট্র্যাডিশনাল দুর্গা মূর্তির প্রদর্শন তখন হত বেশ কয়েকটি ঐতিহ্যশালী পুজো প্যান্ডেলে। তার মধ্যে কলেজ স্কোয়ার, পার্কসার্কাস ময়দান এবং বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো একডালিয়া এভারগ্রিনের নাম তুলে ধরতেই হবে। সুব্রতবাবু রমেশ পালের সনাতনী দুর্গা প্রতিমার ভাবনার শরিকও ছিলেন। অহেতুক তা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা তার ধাতে ছিল না। রমেশবাবু বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একডালিয়ার পুজোয় আজকের নামি শিল্পী মোহন বাঁশি রুদ্র পাল এবং তার পুত্র প্রদীপ রুদ্র পালদের জমানা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলা প্রয়োজন। রমেশ পালের এই ট্র্যাডিশনাল মূর্তির ধারাকে প্রথম ভেঙে নয়া ধারার উদ্ভব ঘটান ভাস্কর অলোক সেন। আধুনিক ভাস্কর্যের ধারায় অভ্যস্ত অলোক সেন নিজের স্টুডিওতে বসে সর্বপ্রথম দুর্গা মূর্তি, অসুর, তার নানা বাহন ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। তার বিশেষত্ব ছিল গোটা দশেক অসুর, কম সে কম পাঁচখানা সিংহ, রংবেরংয়ের বেশ কয়েকটি সাপ ইত্যাদি। এমনকি মহিষাসুর যে মহিষ থেকে নির্গত হয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রত হন সেই মোষের বাহার পর্যন্ত পালটে যেত অলোক সেনের কারিকুরিতে। আর মা দুর্গার সনাতনী রূপের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন অলোকবাবু। প্রাক্তন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী যেমন উষা উত্থুপের গানের ধারাকে কটাক্ষ করে সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি লড়াই জারি করেছিলেন তেমনই তখন রমেশ পালের সনাতন প্রতিমা ভার্সেস অলোক সেনের এক্সপেরিমেন্টাল মূর্তির ধুন্ধুমার যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল।

এতো গেল মূর্তি নিয়ে তর্কযুদ্ধের ব্যাপার স্যাপার। এছাড়াও সেই মধ্য ৮০ বা ৯০–এর প্রথম দিক পর্যন্ত আলোকসজ্জার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল কলেজ স্কোয়ারের পুজো। এর পাশাপাশি দক্ষিণে সুব্রতবাবুর একডালিয়ার পুজো মন্ডপের ঝাড়বাতিটি আলাদা ভাবে নজর কাড়ত।

এ তো গেল সেই মধ্য আশির দশক বা তার শেষকালের কথা। এরপরই কলকাতার পুজোয় কার্যত এক বিপ্লব সংগঠিত হল। আর তা হল জনপ্রিয় এক রং প্রস্তুতকারি সংস্থার হাত ধরে। বস্তুত সেই প্রথম দুর্গাপুজোকে ঘিরে প্রাইজ দেওয়ার প্রচলন শুরু হল। যার নেপথ্যে ছিল এই বিখ্যাত রঙ কোম্পানিটি। ৯০–এর দশকের প্রথম দিকে সেই শারদ সম্মান হয়ে উঠেছিল অনেকটা ফুটবল বিশ্বকাপ জেতার মতো। এই প্রথম পুরস্কারের সৌজন্যে কলকাতার পুজোর রুট ম্যাপ বদলে গেল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। নয়া নকশায় মুখ বাড়ালো পূর্ব কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো। এদের মধ্যে বন্ডেল গেট সংলগ্ন রাইফেল রেঞ্জ রোডের আদি বালিগঞ্জ, পিকনিক গার্ডেনের সুনীল নগর কলোনি, ভাঁড়ের প্যান্ডেল খ্যাত বোসপুকুর শীতলা মন্দির, বাবুবাগান ইত্যাদি বেশ কিছু নতুন নাম উঠে আসতে থাকে কলকাতার পুজোর মানচিত্রে। প্রথম কয়েক বছর এই পুজোগুলি সেই কোম্পানির শীর্ষ পুরস্কার লাভ করে রীতিমতো আসর জমিয়ে দেয়। ভাঁড়ের প্যান্ডেলের মাধ্যমে যে থিম পুজোর সূচনা হয় তার বিস্তার এখন অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। অখ্যাত শিল্পী বন্দন রাহার ভাবনায় উঠে এসেছিল এই অভূতপূর্ব শৈল্পিক মন্ডপ এবং প্রতিমা। এরপর কলকাতার পুজো আরও নানাদিকে ডানা–পালা মেলতে শুরু করে। তার বংশ বিস্তার ঘটে বেহালার দিকে। সেখানকার বড়িশার সৃষ্টি, বেহালা ক্লাব সহ বেশ কয়েকটি পুজো পরের পর শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ সম্মান ঘরে তুলতে শুরু করে। এর মাঝেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যাদবপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের পুজো। এভাবেই মূলত বিন্যাস ঘটতে থাকে কলকাতার দুর্গা পুজোর। এখন তো আবার পার্শ্ববর্তী শহর বিধাননগর বা সল্টলেকের পুজো ঘিরেও ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এর মধ্যে বিভিন্ন ব্লকের পুজোর পাশাপাশি শ্রীভূমির কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতেই হবে।

দুর্গাপুজোকে এভাবেই নব নব আঙ্গিকে খুঁজে পাচ্ছে তিলোত্তমা

কলকাতা। এখন নগরায়নের জন্য এর বিস্তার ঘটেছে আরও নানা দিকে। এবারের পুজোয় তাই কোন থিম আমাদের মাতিয়ে তুলতে পারে সেদিকে নিশ্চিতভাবে চোখ থাকবে সকলের।

ক্যানিংয়ে স্বাধীনতা দিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যানিং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল। এদিন ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। পরে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, মাতলা ১ নং পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্যানিং মহকুমার ২০১৫–২০১৬ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সাথে ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন স্থানের সাঁতারুদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নামখানায় স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা (হসপিটাল মোড়) : প্রত্যেক বছরের ন্যায় নামখানার শিবনগর আবাদ হসপিটাল মোড়ে নেতাজি সুভাষ কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশনের শিক্ষক, ছাত্র–ছাত্রী ও যুব সংঘ ক্লাবের সদস্য–সদস্যাবৃন্দের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭০ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্তকুমার মালী মহাশয় ও দেবেন্দ্র নাথ প্রধান, হসপিটাল মোড় যুব সংঘ ক্লাবের সম্পাদক প্রবীর মাইতি প্রমুখ। নেতাজি সুভাষ কম্পিউটারের ডাইরেক্টর নন্দদুলালবাবু জানান সকাল ৮টায় ছাত্ররা প্যারেডের মাধ্যমে ও ছাত্রীরা পুষ্পস্তবক, চন্দন নিয়ে মাননীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জানান। ঠিক ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় সভাপতি শ্রীমন্ত কুমার মালী মহাশয়। পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। ছাত্র–ছাত্রী দ্বারা পরিচালিত নাচ–গানের মধ্য দিয়ে ভরে উঠে অনুষ্ঠান মঞ্চ। নন্দদুলাল বাবু ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক অভিজিৎ দিন্দার উদ্যোগে ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। নেতাজি সুভাষ কম্পিউটারের ছাত্র–ছাত্রীরা (দীপঙ্কর পড়্যা, তন্ময় মাইতি, রূপকুমার পাত্র, সুপ্রিয় পাত্র, সতীনাথ মাইতি, শিবশংকর সামন্ত, বিদিশা জানা, বৈশাখী প্রধান, সায়নী মন্ডল, দীপিকা বেরা, শিখা কয়াল, রিয়া নায়েক, শম্পা জানা, মধুমিতা দাস, ঝর্ণা মন্ডল) জানান এখানে শুধু কম্পিউটার নয় পাশাপাশি স্কিল ডেভলপমেন্ট, স্পোকেন ইংলিশ ও সমাজ সেবা মূলক কাজ শেখানো হয়। এখানে জেনারেটর, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আমরা খুব খুশি এই এলাকায় এইরকম একটা ভারত সরকার স্বীকৃত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষক মন্ডলী ও ডাইরেক্টর পেয়ে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত চিত্রলেখার পাশে শারদীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭০তম স্বাধীনতা দিবস 'শারদীয়া' একটি ফেসবুক পরিবার উদযাপন করল

রিফিউজি অনাথ আশ্রমে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা নাচ, গান, আবৃত্তি সহ আরও অনেক কিছুতে অংশগ্রহণ করেন শারদীয়ার সদস্যরা আর দ্য রিফিউজির শিশুরা। এছাড়াও ছিল 'ইচ্ছেডানা' বলে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। শিশুদের মনের ইচ্ছাগুলো রঙের তুলিতে বিকশিত হয় এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। শারদীয়ার সদস্যরা কাজের মধ্যে থেকে সময় বের করে শিয়ালদহ স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, রবীন্দ্রসদন চত্বর সহ আরও বহু জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল ছোট্ট চিত্রলেখার বন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য সাহায্য চাইতে। বিভিন্ন মানুষের অনুদিত অর্থ এবং শারদীয়ার সদস্যদের অনুদান স্বাধীনতা দিবসের দিন তুলে দেওয়া হল চিত্রলেখার পরিবারের হাতে। ছোট্ট চিত্রলেখার জন্য দ্য রিফিউজির খুদেরাও এসে তাদের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাদের তৈরি করা কিছু হস্তশিল্প বিক্রি করে তার অর্থ তুলে দেওয়া হয় চিত্রলেখার পরিবারের হাতে। এইদিন সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালের কর্নধার তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অর্ণব গুপ্ত। তিনি এদিন চিত্রলেখার বাবা চন্দন হালদারের হাতে তুলে দেন অনুদানের অর্থ। চন্দনবাবু সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর মেয়ের নতুন জীবনদানে তিনি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

শারদীয়া পরিবারের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মন্ডল বলেন, চিত্রলেখার জন্য যেভাবে সবাই আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমরা ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার শক্তি ও সাহস পাচ্ছি।

চিত্রলেখার রোগমুক্তির কামনায় আর মনের ইচ্ছাকে স্বাধীনতার পরশ দিতে ৩০০ শিশু সহ প্রায় ৫০ জন শারদীয়ার সদস্যদের মিলিত প্রয়াসে ৭০তম স্বাধীনতা দিবস সার্থক লাভ করল। চিত্রলেখার আরোগ্য কামনায় আমরাও।

বাখরাহাটে স্বাধীনতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাখরাহাট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাঠে গত ১৫ আগস্ট বিকাল ৫টায় শুভারম্ভ হয় ৭০ তম স্বাধীনতা উৎসব। এলাকার বিশিষ্ট তৃণমূল সংগঠক ও নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোলা, জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন অধ্যাপক ও সুবক্তা গোপীনাথ দত্ত, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য প্রদ্যুৎ গোস্বামী প্রমুখ। বক্তৃতা ছাড়াও দেশাত্মবোধক নাচগানের আয়োজন ছিল। বক্তৃতার মাঝে মাঝে কচি কাঁচা কিন্তু পরিণত সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীত পরিবেশন ও দক্ষ নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। সর্বশেষে ছিল বস্ত্র বিতরণ। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন বিষ্ণুপুর যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি কাজল দত্ত, বাখরাহাট অঞ্চল সভাপতি অপূর্ব পাল। প্রাক্তন উপপ্রধান দেবনাথ ঘোষ ও সমিতির সদস্য মতিকুর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনা করেন অঞ্চল সদস্য লালটু পাল। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় ৩০০ বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কলকাতা প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরোর প্রধান অধিকর্তা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ৭০তম স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন পিআইবি–র দফতরে।

মুখ্য পোস্ট মাস্টার অরুন্ধতী ঘোষ সহ ভারতীয় ডাক বিভাগের কর্মী এবং সদস্যরা দেশমাতাকে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মান জানাচ্ছেন। তাদের কার্যালয় যোগাযোগ ভবনে।

মাঙ্গলিকী

বালিতে শিক্ষামূলক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ আগস্ট বালির দুটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি শিক্ষামূলক সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়। কলেজের ডিরেক্টর তথা প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিষ্ণুপদ দাস এবং সমস্ত অধ্যাপক–অধ্যাপিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ''সুরেন্দ্রলাল দাস টিচার্স ট্রেনিং কলেজ' দুপুর ২টো থেকে 'শিক্ষা, সাহিত্য ও অসাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক 'জনসমুদ্র' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিথ ছিলেন 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার সম্পাদিকা, সাহিত্যিক ডাঃ রূপালী বিশ্বাস। অধ্যাপিকা সুমনা পাল, ত্রিপর্ণা মহাসন, অধ্যাপক বিকাশ মন্ডল, দেবব্রত দন্ডপাত প্রমুখের নেতৃত্বে শতাধিক কলেজের ছাত্রছাত্রী নিশ্চুপ হয়ে বক্তব্য শোনেন।

দ্বিতীয় সেমিনারটি হয় প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক, সাহিত্যিক শ্রী সোমনাথ পালের আগ্রহ ও উৎসাহে শান্তিনগর সাপুইপাড়া হাইস্কুলের আলোচনা কক্ষে মূলত দশম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে। সেমিনারের বিষয় ছিল— ''ইংরাজি ভাষা ও বর্তমান ভারত'', একমাত্র বক্তা ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ তথা ''মাঙ্গলিকী''–র সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন। সেমিনারে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্কুলের পরিচানল সমিতির সভাপতি তথা শিক্ষাবিদ শ্রী তপনকুমার চৌধুরী, পরিচালন সমিতির সদস্য তথা সমাজসেবক শ্রী গুরুদাস তহশীলদার, ডাঃ রূপালী বিশ্বাস, শ্রী স্বপনকুমার দাস, শ্রীমতি পাপিয়া কর প্রমুখ। সেমিনার শুরু হয় বিকেল চারটে নাগাদ এবং চলে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৬০–৬১ সালে শুরু হওয়া বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর মাসিক সাহিত্য সভা আজও চলেছে, যার প্রতিষ্ঠাতা বাংলাভাষা নিবেদিত প্রাণ, সংগ্রামী চেতনা সমৃদ্ধ আজকের ৮২ বছরের 'তরুণ' কবি, গীতিকার, সুরকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র মহাশয়। আর তাঁর সাথে 'সকল কাজে, একই মাত্রায়' হাত মিলিয়ে আছেন ৮৭ বছরের 'তরুণতর' কবি, সুলেখক শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস মহাশয়। গত ৫ আগস্ট কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত 'সুভাষ লাইব্রেরী'–র ছোট সভা করে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনী'র সভায় গিয়েছিলেন এই প্রতিবেদক। তিনি কিছুটা দেরিতে পৌঁছান, ততক্ষণে সভার আহ্বায়ক ঋষিণ মিত্রর সূচনা সঙ্গীতের পরিবেশন হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে বরিষ্ঠা শিল্পী চিন্ময়ী বিশ্বাসের 'শাওন রাতে যদি' (নজরুল), 'তুমি কি কেবলই ছবি' (রবীন্দ্র)–র অনবদ্য পরিবেশন। পরে শুনিয়েছেন সুদীর্ঘ হলেও অতি মননশীল স্বরচিত কবিতা। এরপর বরিষ্ঠা লেখিকা অঞ্জলি সেনগুপ্তর ছোটো কবিতা 'অপারজিতা' এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল। 'সহযোদ্ধা' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস জানালেন গত ১৮ জুলাই, 'দূরদর্শন বাংলা'–র আমন্ত্রণে তিনি ও আর এক ব্যক্তি এখনকার ও আগের কলকাতার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রীদাস (বয়স ৮৭) অগেকার কথা বলেন, কেমন ভাবে ফ্ল্যাট কালচারে উত্তর কলকাতার এই সাথে দক্ষিণে ভবানীপুর, কালীঘাটের পাড়ার প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তথা কলকাতার মানবিকতার ছবি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেই বেদনার কথা। শ্রীদাস এদিন আসরে প্রথম আসা আলিপুরবার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন ('জাদুকর' হিসাবেও তাঁর পরিচয় দিতে ভোলেননি)। দেবাশিস নস্কর বললেন তিনি তাঁর কবিতা গানের ফর্মে পড়বেন; কিন্তু তিনি যা পরিবেশন করলেন তা কবিতা নয় গানই ছিল— ভালই লাগলো এই প্রতিবেদকের। এদিন আসরে সম্প্রতি প্রয়াতা মহাশ্বেতা দেবীর স্মরণে ১ মিনিট সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিচারণা করেন সুশান্ত কুমার দে, বলেন তাঁর সাহিত্য পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর গল্প বেরোনোয়। শ্রী দে পড়ে শোনালেন তাঁর কবিতা, 'বিবর্ণ ভালোবাসা'; ভালো গান শোনালেন 'ও বাউল, গেরুয়া তো পড়েছো'। অসাধারণ মননশীল কবিতা, 'কিছু যাওয়া, কিছু আসা' শুনিয়েছেন স্বনাম খ্যাত বরিষ্ঠা কবি আরতি দে। এদিনও 'মন কেমন করা' রবীন্দ্রসঙ্গীত 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' শুনিয়ে সকলের হৃদয় স্পর্শ করলেন বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস। কবিতা শুনিয়েছেন ঝুনু ভৌমিক, অসীম চৌধুরী।

বেদনা বিধুর অথচ মজার গল্প শুনিয়েছেন ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। শুনিয়েছেন ক্ষুদিরামকে স্মরণ করে কবিতা, গানও শুনিয়েছেন। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহর সাথে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাই তিনি এদিন তাঁর গানের ১টি সিডি আলিপুর বার্তার সাংস্কৃতিক সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রও তরুণ বাবুর সাথে খুবই পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর হাত দিয়ে সাম্প্রতিকতম আলিপুর বার্তা ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল। এদিন গান শুনিয়েছেন ভক্তি মিত্র। মনোজকুমার মিত্র শোনালেন 'হায় হায় সাত পাকে বাঁধা পড়না'— খুবই মজার গান। তবে এদিন যাঁর গান আসরকে হীরক দ্যুতিসম উজ্জ্বল করল তিনি হলেন শিল্পী সঞ্চিত কুমার দুবে। তাঁর পরিবেশনা ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'এতো আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে'— অনবদ্য পরিবেশন। শ্রীময়ী চক্রবর্তীর 'তুমি' কবিতাটি ভাল লাগলো। তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতও ভাল লাগলো। কোহিনুর কুমারের শ্রুতি নাটক 'জীয়নকাঠি' জমল কি?... কৃষ্ণ পালের গভীর অর্থবহ ছড়াটি খুবই ভাল লাগলো। বিপ্লবী উল্লাস করের কথা স্মরণ করে বললেন যখন তাঁর যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হয় তখন তিনি আদালতেই গেয়েছিলেন 'সার্থক জনম আমার'। এই গানটিই গাইলেন কৃষ্ণ পাল–অনবদ্য পরিবেশন।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্রনাথের ম্যাজিসিয়ান কবিতার ৪ লাইন। এদিনই আসরে হাতে পাওয়া পঙ্কজ দত্তর সাহিত্য পত্রিকা থেকেও পড়লেন একটি কবিতা, 'ম্যাজিসিয়ান'। জনৈক হিন্দীভাষী কবির হিন্দী কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা অনুবাদটিই তিনি পড়লেন। আসর শেষ হওয়ার পরেও দরজায় দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র শোনালেন ১৯৪৯ সাল নাগাদ রচিত একটি 'মন ছোঁয়া' আধুনিক গান— সব মিলিয়ে আসর ছিল বড় উষ্ণ— তবে দুঃখ এই অনেকেই নিজের পাঠ/গান শুনিয়ে, আবার কিছু না শুনিয়েই চলে গেলেন। আসর কি সমৃদ্ধ হল এতে? আহ্বায়ক দুই 'তরুণ', '৮২' আর '৮৭'কে কি যথার্থ সম্মান জানানো হল?

আরও : পঙ্কজ দত্তর কবিতাটিও ভাল লাগলো এই প্রতিবেদকের।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২২ শ্রাবণ এক রক্তদান শিবির এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুনীল মন্ডল, তপশিলি এবং ওবিসি সেলের রাজ্য সম্পাদক কল্যাণ হালদার, বারাসত ১ নং ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য।

হরবোলা শুনিয়েই বিখ্যাত হতে চান ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : নিজের গলার স্মরকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় শব্দ শুনিয়ে মানুষকে আনন্দ দেন তিনি। বেজায় রসিক মানুষটির আসল নাম ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়। হুগলির ২ নম্বর কাপাসডাঙা এলাকায় তাঁর বাড়ি। ইন্দ্রনীল আসলে একজন হরবোলা। তিনি পশুপাখি সহ বিভিন্ন প্রাণী, বাদ্যযন্ত্র সহ বিভিন্ন শব্দ হুবহু নকল করতে পারেন। অবিকল ময়ূরের ডাক বৃংহন ডেকে শোনাতে পারেন। এরপর শোনালেন বিড়ালের ডাক, নৃত্য শিল্পীর নাচের সঙ্গে নূপুরের আওয়াজ। করাত দিয়ে কাঠ কাটা। এসবই করে দেখালেন রসিকতার ছলে। তার অভিনয়ও মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করতে হয়। ইন্দ্রনীলের কথায়, পরিবারে আর্থিক সমস্যার জন্য পড়াশোনার সুযোগ সেইভাবে তার হয়নি। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভাবনা ছিল একটা কিছু করার। মঞ্চে উঠে কোনও কিছু পরিবেশন করে দর্শকদের বাহবা পাওয়া বড়ো বড়ো শিল্পীদের মতো সেলিব্রেটি হওয়ার। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি এরই পাশাপাশি 'ম্যাজিক প্রদর্শনী' এবং 'কথা বলা পুতুল' এর শো মঞ্চে দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেন। তার কথায় ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে সঙ্গে কোচোয়ান গান গাইছে। বিভিন্ন পাখির ডাক, কাক, স্টিম ইঞ্জিনের রেলগাড়ি স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্টেডিয়ামের বাইরে ফুটবলের গোল হওয়ার আওয়াজ, দুই মাস বয়সের শিশুর কান্না। বিয়ে বাড়ির সানাই, ঝড়ের শব্দ ইত্যাদি প্রায় হুবহু নকল করার দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ম্যাজিক শো, কথা বলা পুতুলের সঙ্গে হরবোলা হিসাবে তার ডাক পড়ে। গলায় টাই, মাথায় সাহেবি টুপি পরে তিনি মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন শরীরের ভাষাও প্রয়োগ করেন। ফলে আট থেকে আশি সব রকমের দর্শকের কাছেই তিনি বাহবা পান। তার এই জাদুকর বা হরবোলা হওয়ার জন্য তার স্ত্রী মিনতি মুখোপাধ্যায় তাকে মঞ্চে সহযোগিতা করেন। তার এক পুত্র শুভঙ্কর ও কন্যা পায়েল রয়েছে। এই শিল্পের উপর নির্ভর করেই চলছে পরিবারের রুটিরুজি। তাই লুপ্ত প্রায় হরবোলা শব্দকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য কামনা করেন। তিনি বাংলা ডিডি টিভি চ্যানেলে 'রঙ্গরস' অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়া ২০০৮ সালে 'সেরা মজারু' এবং জি বাংলা খ্যাত 'মীরাক্কেল' অনুষ্ঠান করেন। এমনকি আকাশ বাংলা চ্যানেলে ছোটদের 'লক্ষ্মীছানা' প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় নীল তার হরবোলা শব্দ শুনে আপ্লুত হয়ে যান।

মেদিনীপুরের পটচিত্র কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেদিনীপুর আছে। আছেন পট আঁকার শিল্পীরা। আছে পটশিল্পের বৈভব। শুধু জানা ছিল না কিভাবে তাকে গৃহসজ্জার আইটেম করে তুলতে হবে। আরও বেশি মানুষের আপন করে তুলতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় মিউজিয়ামে গত ৯ থেকে ২৩ আগস্ট এক কর্মশালায় সেটাই শেখাচ্ছেন শিল্পী ও ডিজাইনার স্নেহাংশু শেখর দাস। তাঁর ভাবনায় ও পদ্ধতিতে জীবন বদলে যেতে চলেছে পটশিল্পীদের। স্নেহাংশুবাবু বোঝাচ্ছিলেন পটশিল্পীরা মনের মাধুরি মিশিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীকে তাদের পটে তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁদের খেয়াল থাকে না বিক্রেতাদের চাহিদার। একটু বদলে পুরো কাহিনীটাকে ছোট আকারে করে একটা ডিজাইন ফ্রেমে লাগিয়ে দিলেই তা হতে পারে গৃহস্থের নাগালের মধ্যে। আজ বসবাসের পরিসর কম। তাই সময়োপযোগী না করলে পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ একশো শতাংশ বজায় রেখে সাজানোতে একটু বদলে দিলেই বহু মানুষের বাজার ধরতে পারবে পটচিত্র। শিল্পীদের রোজগার বেশি হলে জীবন ও শিল্প দুটোই সমৃদ্ধ হবে। অসাধারণ এই কর্মশালার আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিকাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।

শিল্পী সচেতনতা শিবির

বিবেক নিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিকাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ডেভেলপ কমিশনার (হ্যান্ডিক্রাফ্টস) দফতরের পরিচালনায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সামালি বিবেক নিকেতন গত ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল হস্তশিল্পীদের সচেতনতা শিবির। উপস্থিত ছিলেন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর সুবীর কুমার গুপ্ত, ডিজাইনার রামানুজ বৈরিভঞ্জন, আর্য দাশগুপ্ত, গুরুসদয় সংগ্রহশালার কিউরেটর বিজন মন্ডল, সহ কিউরেটর দীপক বড়পন্ডা, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ প্রমুখ ব্যক্তিরা। শিবিরে যোগ দেন শতাধিক শিল্পী।

রাজ্যের দুঃস্থ বঞ্চিত শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে পরিচয়।।পত্র প্রদানের ব্যবস্থা ছিল শিবিরে। এছাড়াও কিভাবে শিল্পীরা আম আদমি বিমা যোজনার আওতায় আসতে পারেন তা বোঝান উপস্থিত আধিকারিকরা। এমনকি শিল্পীদের হাতের কাজ বাঁচানো ও তার প্রসার ঘটাতে কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রা ঋণের ব্যবস্থা করেছে। এই ঋণ কিভাবে ও কতটা পাওয়া যায় তাও বোঝান উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা। শিল্পীদের খুঁটিনাটি বিষয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন সরকারি কর্তারা। প্রণববাবু বলেন এমন একটি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সমিতি গর্বিত। উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল দেখবার মতো।

তথ্যচিত্রে 'কদমডাঙা'

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্লাস্টিকমুক্ত গ্রাম বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের কদমডাঙা গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে সম্প্রতি গ্রামের কথা তুলে ধরে তথ্যচিত্র বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। যিনি 'ফেলুদা' নামেই পরিচিত। ৯ জুলাই কদমডাঙা গ্রামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামটিকে প্রথম প্লাস্টিকমুক্ত গ্রাম বলে ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক, খয়রাশোলের বিডিও, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আরবার হোসেন খান প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা।

সমসেরনগরের নীরদ বাউলিয়া

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

নীরদবাবু (৪৬) থাকেন হিঙ্গলগঞ্জ থানার ৪ নং সমসেরনগর–এ। কুড়েখালি নদীর বাঁধ ছুঁয়ে তাঁর বাড়ি। কুঁড়েখালি জঙ্গল থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব পঞ্চাশ মিটারেরও কম। জল–জঙ্গলজীবী পরিবারের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ জঙ্গল কেটে সুন্দরবনে বসতি স্থাপন করে ছিলেন। সেই বাস্তুতেই এখন তিনি বৌ–ছেলেপুলে নিয়ে বসবাস করছেন। তিনি বলেন সমসেরনগরে চার–পাঁচ হাজার মৌমাছির বাক্স বসে। নদীয়া জেলার একজন মৌমাছি পালক নীরদবাবুর বাস্তুতে বাক্স বসান। কয়েক বছর ধরে বাক্স বসছে। ২০১৫ সালে তিনি ১৩০টা বাক্স বসিয়েছিলেন। বাক্সগুলো দেখাশোনার জন্যে দু'তিনজন করে লোক মধুর মরশুমে তাঁর বাড়িতে থাকেন। নিজেরা রান্নাবান্না করে খান। বাক্স বসানোর জন্য নীরদবাবুকে বাক্স পিছু এক কিলো করে মধু দেন। এটাই এখানকার প্রচলিত নিয়ম। নীরদবাবুর নিজেরও কিছু বাক্স আছে। আমি যে–দিন নীরদবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে–দিন তাঁর বাবা পঞ্চানন বাউলিয়া বাড়িতে ছিলেন না। তাই আমি নিরোধবাবুর কাছে জানতে চাইলাম,

– আপনি কি মনে করেন বাক্সের মৌমাছির জন্য স্থানীয় মানুষের সবজি চাষের ক্ষতি হচ্ছে?

– না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমিও তো আমার ভিটেতে একটু সবজি চাষ করি।

– তবে স্থানীয় অনেক মানুষের অভিযোগ বাক্সের মৌমাছির জন্যে তাঁদের সবজি চাষের ক্ষতি হচ্ছে।

আমি নীরদবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাক্সের মৌমাছির জন্য তিনি নিজে কোনও অসুবিধের সম্মুখীন হন কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে একটা সবেদা গাছ আছে। সে–গাছে খুব সবেদা হত। এখনও হয়। তবে আগে যেভাবে সবেদাগুলো পাকানো যেত, এখন আর সেভাবে পাকানো যাচ্ছেনা। আগে কীভাবে পাকাতেন? আমি জানতে চাইলাম।

– কার্বাইড দিয়ে অথবা কলসির মধ্যে রেখে পাকাতাম। তাতে সবগুলো পাকত। ভালোভাবেই পাকত। কিন্তু এখন কোনভাবেই পাকানো যাচ্ছে না।

– না পাকার কারণ কী?

– আমার মনে হয় বাক্সের মৌমাছির জন্যে এটা হচ্ছে। সবেদাগুলো যখন খুব ছোট থাকে, বাক্সের মৌমাছি তার ওপর ঝাঁক বেঁধে বসে হুল ফোটায়। তাতে করে কচি সবেদার গা দিয়ে রস বেরোয়। আগের পদ্ধতিতে পাকানোর চেষ্টা করে দেখেছি, পাকানো যাচ্ছেনা। দেখা যাচ্ছে একই সবেদার কোথাও একটু পচে গেছে, আবার কোথাও শক্ত হয়ে আছে। বাক্স বসানোর পর থেকেই এই সমস্যাটা হচ্ছে। দ্বিতীয়, সমস্যাটা হল রাতে ঘর–দাওয়ায় বিদ্যুতের আলো জ্বললে, সেই আলো যদি মৌমাছির বাক্সে পড়ে, আলো ধরে তারা চাক থেকে বেরিয়ে আসে। এতে আমরা অস্বস্তিতে পড়ি। জ্বালাতন হই। তৃতীয়ত, বাক্সের মৌমাছি আসার পর থেকে তাদের সঙ্গে জঙ্গলের মৌমাছিদের লড়াই লক্ষ করছি।

– তারা কোথায় লড়াই করে?

– জলে–স্থলে, পুকুরে আর ডাঙায়। জঙ্গলের মৌমাছিরাও লোকালয়ে আসে। ফুলে বসে। পুস্পরস ও পরাগ (ফুলের রেণু) সংগ্রহ করে। একই ফুলে বাক্সের মৌমাছি (এপিস্ মেলিফেরা) ও জঙ্গলের ডাঁশ বা বাঘা মৌমাছি (এপিস্ ডরসাটা) বসে। ফলে লড়াই হয়। এ লড়াইয়ে জঙ্গলের মৌমাছি হেরে যায়।

– জঙ্গলের মৌমাছি হেরে যায়? জঙ্গলের ডাঁশ মৌমাছি তো আকারে সব মৌমাছির চেয়ে বড়। খুব জেদি ও হিংস্র।

– তা হয়ত ঠিক। কিন্তু বাক্সের মৌমাছি সংখ্যায় জঙ্গলের মৌমাছির তুলনায় অনেক বেশি। তাই তারা লড়াইয়ে জঙ্গলের মৌমাছিদের হারিয়ে দেয় এবং ফুল থেকে তাড়িয়ে দেয়।

– পুকুরে লড়াই করে কেন?

– মৌমাছিরাও, মানুষের মতো, জল ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না।

জঙ্গলের মৌমাছিরা লোকালয়ের পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করতে আসে।

আমাদের পুকুরেও আসে। প্রত্যেক মরশুমে। তখন জঙ্গলের মৌমাছির সঙ্গে বাক্সের মৌমাছির লড়াই হতে দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি।

জঙ্গলের মধ্যে মিষ্টি জলের অভাব। জঙ্গলে গাছের পাতায় যে শিশির পড়ে জঙ্গলের মৌমাছিরা সেটাকেও কাজে লাগায়। নীরদবাবু আরও জানালেন যে নদী–খাঁড়ির নোনা জলও তারা ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে নোনা জল তাদের শরীরের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিঠে জলে রূপান্তরিত হয়। (সাক্ষাৎকার ০১।০১।২০১৬)

সুন্দরবনের ডায়েরি

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের স্কেচ ক্লাবের বার্ষিক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে স্কেচ ক্লাবের ৫৯তম বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ৫ থেকে ১২ আগস্ট। স্কেচ ক্লাবের সূচনা হয় ১৯৫৭ সালে লেডি রাণু মুখার্জির বাসভবনে। উদ্দেশ্য ছিল তরুণ শিল্পীরা যাতে মডেল স্টাডি করার সুযোগ পায়। বর্তমানে এর দায়িত্বে আছেন প্রবীণ শিল্পী সমরেশ চৌধুরি। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ভাস্কর শিল্পী সুনীল কুমার দাস। এই প্রদর্শনীতে ২০ জন শিল্পীর ৩৯টি কাজ প্রদর্শীত হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে তারা লাইফ স্টাডি করেছেন। সুমীত দাশগুপ্ত তাঁর তিনটি কাজেই চরিত্রগুলির ভাবপ্রকাশে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। ধ্রুবজ্যোতি নাথের তিনটি কাজও যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। মনীষা দাসের কাজের মধ্যে যথেষ্ট পরিপূর্ণতার ছাপ পাওয়া যায়। সন্দীপ আচার্যের দুটি কাজও যথেষ্ট উন্নতমানের। শীবম হেলার দুটি কালি কলমের কাজই উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া যাদের কাজ দর্শকের নজরে আসে তাঁরা হলেন প্রীতম চক্রবর্তী, গোপাল মান্না, বিকাশ বেরা, অরিজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্কেচ ক্লাবের স্টুডিও ইনচার্জ সমরেশ চৌধুরির দুটি কাজ প্রদর্শনীকে সম্মৃদ্ধ করেছে। তবে সমস্ত কাজের মধ্যে একটা একঘেয়েমি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনীতে কোনও স্কেচের চিহ্ন পাওয়া গেল না। স্কেচ এবং ড্রয়িংয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা লক্ষ্য করা গেল না। আশা করা যায় আগামী প্রদর্শনীতে কর্মকর্তারা স্কেচের দিকে নজর দেবেন।

দীপ জ্বেলে গেলেন দীপা

অরিঞ্জয় মিত্র

দীপ জ্বেলে যাই ছবিটার কথা নিশ্চয়ই একটু বয়স্ক পাঠকদের ভালো মনে আছে। এই বিখ্যাত সিনেমা নাড়া দিয়ে যায় আজকের নবপ্রজন্মকেও। খেলার লেখায় হঠাৎ করে

চলচ্চিত্রের আমদানি কেন হল ভাবছেন? আসলে অতি সম্প্রতি অলিম্পিক্সে চতুর্থ হয়ে যেভাবে আগরতলার দীপা কর্মকার সমগ্র দেশের নাম রোশন করেছেন তা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার মতোই। বস্তুত ভারতীয় ক্রীড়া জগতের এই নয়া নক্ষত্র আগামীর দীপ এভাবেই যেন জ্বেলে দিলেন নিজের পারফরমেন্সের মাধ্যমে। এই যে পদক বা মর্যাদার খিদে যাদের মধ্যে ধিকিধিকি করে জ্বলছে তাদেরও আশ্চর্যচকিত করে দিয়েছেন এই বাঙালি ললনা। সোনা–রূপা–কাংস অথবা ব্রোঞ্জ না জিতেও তিনি হয়ে উঠেছেন দেশবাসীর ঘরের মানুষ। দীপার এই অমানুষিক প্রচেষ্টা ছুঁয়ে গিয়েছে তামাম ভারতবাসীকে। তাই তিনি পদক পেলেন কি না পেলেন তা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছে না দেশ। বরং অনেক বেশি চিন্তা করছে আগামীর পরিণত দীপা কিভাবে নিজের কেরিয়ার তুঙ্গ শিখরে নিয়ে যাবেন। এমনকী এখন থেকে থেকে ঠিক ৪ বছর পরের অলিম্পিক্সের কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন অত্যুসাহী সমর্থকরা। তাদের একটাই বক্তব্য রিওতে হল না তো কি আছে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাটাই তুলে ধরবেন দীপা। এতটাই তার প্রতি দেশবাসীর ভরসা। তাই চতুর্থ হওয়ার ব্যর্থতাকে আদৌ গ্লানি হিসেবে দেখছেন না তারা। বরং তাদের কাছে এ বড় গৌরবের। ফোটোফিনিশে চতুর্থ হওয়া দীপা যে চূড়ান্ত অবিচারের শিকার হয়েছেন এ কথা ব্যক্ত করছেন তার কোচ থেকে আম ভারতীয় প্রত্যেকে। তাদের সাফ কথা, বিপজ্জনক প্রোদুনোভার জন্য দীপা আরও কিঞ্চিৎ পয়েন্ট সংগ্রহ করতেই পারত। আর যা সাকার হলে তৃতীয় হওয়া বাধা ছিল দীপার। অথচ বর্ষীয়ান উজবেক অ্যাথলিট (দীপা ছাড়া যে একমাত্র প্রোদুনোভা পেশ করেছিল) যে পয়েন্ট পেল তার থেকে দীপা পেল সামান্যই বেশি। সামনের বেশ কিছুদিন এই অবিচারের ফিসফাস চলতেই থাকবে। আসলে মুখের কাছ থেকে যেভাবে পদক হাতছাড়া হল তা কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাও এটাই বলব অবিচার বা নানা প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও দীপা যেভাবে ভারতবাসীর হৃদয়ে গেঁথে গেল তা কখনই দূরে সরে যাবে না।

এই যে এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি। অলিম্পিক্সের আসর শেষ হওয়ার পরে পরেই যে পুনরায় অনুশীলনে মগ্ন হয়ে ওঠে তার অভীষ্ঠ কতটা স্থির তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলে দিতে হবে না। কোনও প্রাথমিক পরিকাঠামো ছাড়াই লক্ষ্যের এতটা কাছে কিভাবে পৌঁছে যাওয়া যায় তা বোধহয় দীপাকে দেখে শিখতে হবে সকলকেই। এই প্রতিনিয়ত যারা অভিযোগের সুরে বলে থাকেন এটা নেই, ওটা নেই তাদের শিখতেই হবে দীপার থেকে। আগরতলার মেয়ের এই অসামান্য তিতীক্ষা সর্বস্তরের মানুষের কাছেই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। কিভাবে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুরি মেরে সরিয়ে নিজের জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় তাও জানতে হবে এই বঙ্গ নারীর থেকেই। এই দীপাকে দেখে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে বাঙালিও লড়াই করতে পারে। শেষ না দেখে সে ছাড়ে না। এই করেই না সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছিল মাতঙ্গনী হাজরা। দীপা যেন সেই বিপ্লবের মন্ত্রেই দীক্ষিত। যে জিদ তার মধ্যে বেড়ে উঠছে তা সাধারণ কোনও মেয়ের মধ্যে চট করে পাওয়া যাবে না। পিটি উষার সঙ্গেও তার বড় মিল। বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে খেলাধুলায় পিছিয়ে থাকা শহর থেকে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। তাও উষা যেভাবে সরকারি সাহায্য বা পরিকাঠামো পেয়েছিল তার লেশমাত্র জোটেনি দীপার ভাগ্যে। তাও তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্যা। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 'সুখী গৃহকোণ' থেকে বেড়ে উঠলেই বড় হওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় বড় রকমের সাধনার। যা সকলের কাছেই রীতিমতো পুলকের বিষয়। এও হয়তো দেখা যাবে দীপার এই অসামান্য লড়াই আগামীতে সেলুলয়েড বন্দি হচ্ছে কোনও বড় পরিচালকের হাত ধরে। তার কোচ বিশেশ্বর নন্দীর প্রশিক্ষণের মন্ত্রও এতে স্থান পাবে। তবে একটা দিক স্পষ্ট দীপা কর্মকার কোনও আপাদমস্তক সফল পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা নারী নন। তিনি এক যোদ্ধা।

অভিযোজনের সূত্র মেনে যিনি হরদম লড়াই করে চলেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। এই লড়াই অলিম্পিক্সের আসরে মোটেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং সবেমাত্র তার শিখা প্রজ্বল্যমানতা লাভ করেছে। যার অনতিদূর স্পর্শ ছুঁয়ে যেতে চাইছে আসন্ন সেই সকালকে যেদিন বিশ্বজোড়া অ্যাথলিট মহলে ভারতবর্ষও একটা নাম হয়ে উঠবে। দীপা যে কাজটা শুরু করলেন আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তা পুরো দেশকে একটা আলাদা আসন দিয়েছে, করে তুলেছে কুলীন।

রূপো সিন্ধুর সাক্ষীর ব্রোঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একেবারে ফোটো ফিনিশে রূপো জিতলেন হায়দরাবাদের ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু। প্রথম সেট জিতে এগিয়ে থাকার পরেও দ্বিতীয় সেটে পিছিয়ে পড়ে ১–১ অবস্থায় চলে যায় ফাইনাল ম্যাচ। সেখান থেকে সমানে টক্কর নিয়ে বিশ্বসেরা ক্যারোলিনার বিরুদ্ধে তৃতীয় সেট একটা সময় পর্যন্ত ১০–১০ করে ফেলেন সিন্ধু। শেষ ল্যাপে অভিজ্ঞতায় বাজিমাত করে সোনা জেতেন ক্যারোলিনা।

যদিও রূপো জিতলেও সিন্ধু গোটা দেশবাসীর কাছে সোনার মেয়ে হয়ে উঠলেন এদিন থেকেই। পাশাপাশি দুদিন আগেই কুস্তি থেকে এবারের অলিম্পিক্সের প্রথম ভারতীয় পদক এল ব্রোঞ্জের মাধ্যমে। দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন হরিয়ানার সাক্ষী মালিক। অর্থাৎ সব দিক থেকেই এবারের রিও অলিম্পিক্স ভারতীয় মহিলাদের কৃতিত্বের জন্য স্মরণীয় থেকে যাবে। দীপা কর্মকারের জন্য যে আক্ষেপ দেশবাসী পোষণ করছিলেন তা কিছুটা হলেও মিটিয়ে দিলেন সিন্ধু এবং সাক্ষী। আগামী দিনে এই দুই মহিলা ক্রীড়াবিদকে নিয়ে দেশে হয়তো অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে।

কিন্তু এদের সামনে রেখে এগোতে হবে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে। যাতে আগামী টোকিও অলিম্পিক্সে পদক সংখ্যা এবং মানের দিক থেকে ভারতও এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকে।

শহিদ স্মৃতি ফুটবল

মলয় সুর

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা এত সমৃদ্ধশালী তা আরও একবার প্রমাণিত হল। কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে বর্ধমান জেলার গুসকরায় সেখানকার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় এবং আমরা সবুজ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে গুসকরা কলেজ স্টেডিয়াম মাঠে এক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। আট দলের এই নক আউট পর্যায়ের একদিনের প্রতিযোগিতা ৭০তম স্বাধীনতা দিবসের দিন সারাদিন ধরে হয়।

ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে স্থানীয় মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। দলগুলি হল জোগ্রাম ফুটবল আকাদেমি, বৈদ্যপুর আদিবাসী তালা, বর্ধমান সবুজ সংঘ, গুসকরা একাদশ, বৈঁচি ফনিক্স। শহিদ স্মৃতি কাপ (উইনার্স) ও গোপাল মান্ডি (রানার্স) ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময় গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে রাজনন্দিনী ৩–২ গোলে টাইব্রেকারে জয় লাভ করে ৭০ হাজার টাকা এবং সুদৃশ্য শহিদ স্মৃতি কাপ অর্জন করেন। অপরদিকে বর্ধমান সবুজ সংঘ ৫০ হাজার টাকা সহ গোপাল মান্ডি রানার্স ট্রফি পায়। এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা ফুটবল প্রেমী গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায়। তাঁর আন্তরিকতায় অধিকাংশ জুড়ে থাকে ফুটবল।

চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু বাবু বললেন, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, গান যেমন বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ, ফুটবলও ঠিক তেমনভাবে বাঙালির সমাজ জীবনে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বাঙালির ফুটবল হয়তো আগেকার গরিমা অনেকটা হারিয়েছে ঠিকই, তবু বাঙালির রক্তে এখনও ফুটবল রয়েছে। তাই ফুটবলের সঙ্গে জড়িত সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সেই গরিমা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। উল্লেখ্য এদিন টুর্নামেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করতে শেখ কাইজার পায়ে ফুটবল জাগলিং করে দেখান। এছাড়া ফুটবল মাথায় বাইকে চেপে তার কলাকৌশল করেন। এরপর কালকাতার মহিলা ফুটবল দলের সঙ্গে স্থানীয় মহিলা ফুটবল দলের এক প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই টুর্নামেন্টের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ছিলেন মিহির দাস।

ছবি : প্রত্যুষ চক্রবর্তী

এদিন মিহিরবাবু প্রতিটি উপ–পুরপ্রধান চাঁদনি হারা মুন্সী, কাউন্সিলর নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর রত্না গোস্বামী, বিনয় রায়, সৌমেন দাস (নন্তু), চিরঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল রায়, মার্শাল হাঁসদা প্রমুখ। এদের প্রয়াসে এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠভাবে সমাপ্ত হয়। উল্লেখযোগ্য এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলে কলকাতা লিগে খেলা প্রচুর সংখ্যায় নাইজেরিয়ান ফুটবলারদের এখানে খেলতে দেখা যায়।

খেলার নিখুঁত ধারাভাষ্য দেন। এই টুর্নামেন্ট নিয়ে ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এদিন গুসকরায় খেলা দেখতে গ্যালারিতে ছিলেন ১৫ হাজার দর্শক। এর মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় মহিলারাও হাজির ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার দেবাশিস কোনার, গুসকরা পুরসভার

রবীন্দ্র পল্লিতে ফুটবল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো এ বছরেও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হয়ে গেল এক দিনের জন্যে দিবারাত্রি ব্যাপী ফুটবল উৎসব। নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুইপাড়া রবীন্দ্র পল্লির জনকল্যাণ সমিতির পরিচালনায় এই ফুটবল উৎসবের আয়োজন করা হয়। ছোটদের তিনটি এবং বড়দের আটটি দলের যথাক্রমে মোট ১১টি দলের মধ্যে এই খেলাটি আয়োজন করা হয়। আর সমিতির সদস্যদের নিয়ে গড়া দলের মধ্যেও একটি আকর্ষণীয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। যা দেখার জন্যে ক্লাব মাঠ প্রাঙ্গণে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। একটি প্রশ্নের জবাবে জনকল্যাণ সমিতির প্রিয় সম্পাদক বিভাস নারায়ণ বসু বলেন বর্তমান সরকারের প্রধান আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী কেবল মাত্র রাজ্য রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি, খেলাধুলা, নাচগান, ছবি আঁকার বিষয় সমানভাবে দায়িত্বশীল, তাই চার বছর ধরে তারই অনুপ্রেরণায় খেলাধুলা নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা করে এলাকার যুব খেলাধুলার আঙিনায় নিয়ে আসতেই এই ফুটবলের উৎসব আয়োজন করা হয় বলে বিভাসবাবু বলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে এও বলেন আমাদের খেলাধুলা এবং যে কোনও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আমাদের উৎসাহ যোগান আমাদেরই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য নয়ন কুমার গুহ। সমস্ত খেলাগুলি পরিচালনা করেন ক্লাব সদস্য হৃদয় সরকার। এছাড়া আজ ১৬ আগস্ট এই ময়দানে সাঁপুইপাড়া রবীন্দ্র পল্লি সার্বজনীন পুজো কমিটির পক্ষ থেকে খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়।

মনের খেয়াল

হলুদ পাখি

অনিমা বিশ্বাস

হলুদ পাখির দুটি ছানা
শিমূল গাছের ডালে
ভীষণ শীতে সকাল বেলায়
নাড়ছে লেজ তালে
গুলি টুলির মতোন ছোট্ট
চোখ দুটি তার গোল
শিশ দেয় কিচির মিচির করে
বলে নিজের বোল
এত তাল এত গান
কে যে ওদের শেখায়
সারাটা দিন সুরে তালে
মনটি সবার ভরায়।

ষাঁড়ের লড়াই রহস্য

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

তুকাই–এর দাদু সারাক্ষণ ল্যাপটপে বসে থাকেন আর অন্তর্জালে সদানিমগ্ন থাকতে ভালবাসেন। ওনার বয়সী অন্যান্য দাদুরা কিন্তু, কম্প্যুটার তো দূরের কথা সামান্য মোবাইলও ব্যবহার করতে ভয় পান। সে তুলনায় তুকাই এর নেটদাদুর তুলনা হয় না। তুকাই–এর বাবা সৌম্যজিবাবু গর্ব করে বলেন, আমার বাবার অজানা কোনও বিষয় নেই।

ওদিকে তুকাই–এর পাড়ার রণিদাও নিজেকে সবজান্তা ভাবে। রকে বসে আড্ডা দেবার সময় রণিদা একদিন বিদ্যা জাহির করে বলেছিল, এই তোরা কি জানিস বুল–ফাইটের সময় ষাঁড়কে কেন লাল ঝাণ্ডা দেখানো হয়? পলাশ বলেছিল, সে তো সকলেই জানে! এ আবার একটা প্রশ্ন হল? রণিদা সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়, ঠিক আছে সকলের কথা ছাড়, বলতো তুই কী জানিস?

–ষাঁড়টাকে পোষ মানানোর সময় শেখানো হয় যে লাল কাপড়টা দেখানো মানে লড়াই শুরু করতে হবে।

রণিদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ছাই জানিস তোরা! লাল রঙ হচ্ছে যুদ্ধের প্রতীক বা শত্রুর প্রতীক। যে লোকটা লাল পতাকা দেখায় ষাঁড় ভাবে সেই লোকটা শত্রু, তাই তাকে বিনাশ করবার জন্য তার দিকে তেড়ে যায়। পলাশকে সমর্থন জানিয়ে তুকাই বলল, ব্যাপারটাতো একই হল তাই না? পলাশও তো বলল যে লাল কাপড়টা দেখালেই মেরে ফেলার জন্য ষাঁড়টা তার দিকে তেড়ে যায়। রণিদা মানতে চায় না, লা।াই শুরু করা আর শত্রু ভেবে বিনাশ করতে যাওয়া কি এক হল?

সেদিন বাড়িতে ফিরে তুকাই ওর নেট্–দাদুকে ধরল, আচ্ছা দাদু, তুমি কি ষাঁড়ের লড়াই সম্বন্ধে কিছু জানো?

–কেন গো দাদু ভাই, তুমি আবার বুল–ফাইট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

–দেখ না দাদু, আমি তো জানতাম, লাল কাপ। দেখালে ষাঁড় রেগে যায়, তাই কাপড়টা যে দেখায় তার দিকে ষাঁড়টা তেড়ে আসে। কিন্তু, রণিদা বলছে, লাল কাপ। যে দেখায় তাকে ষাঁড়টা শত্রু ভাবে, তাই তাকে মেরে ফেলবার জন্য ছুটে আসে।

নেটদাদু হেসে বললেন, তোরা আসল ব্যাপারটাই তো জানিস না। লাল কাপ। দেখালে ষাঁড় রেগে যায় না, কেবলমাত্র গরুরাই রেগে যায়। তুকাই সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে ষাঁড়রা রাগ করে কেন?

দাদু বললেন, আরে এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝছিস না? ষাঁড়রা রাগ করে কারণ ওদেরকে গরু ভেবে লাল কাপ। দেখানো হয় বলে!

পারো, লিটিল স্টার অফ ক্যালকাটা, পথশিশু দেশপ্রিয় পার্ক

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

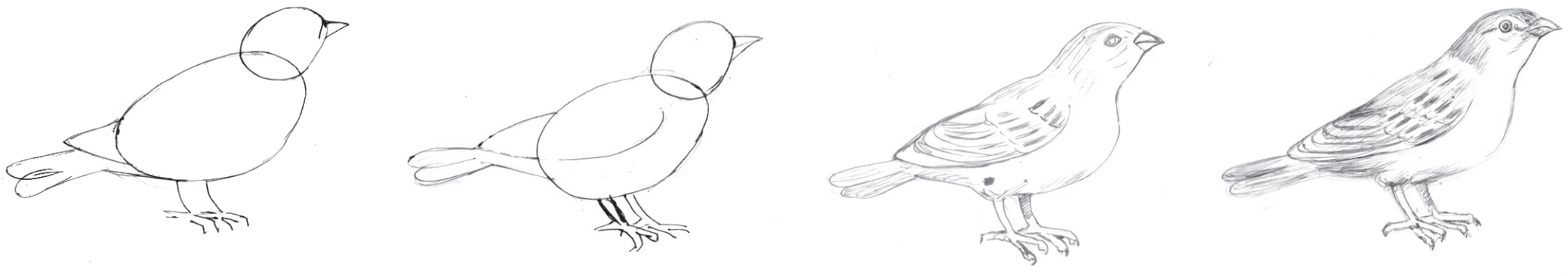

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com